International Labour Organization

দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সমস্যা নিরসনে চ্যালেঞ্জ এবং নীতিমালাসমূহ

দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য শোভন কাজের উপর আয়োজিত ওয়ার্কশপের ব্যাকগ্রাউন্ড নোট
১১-১৩ অক্টোবর ২০২১

আন্তর্জাতিক শ্রম কার্যালয়

Copyright © International Labour Organization 2021

First published 2021

Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: rights@ilo.org. The International Labour Office welcomes such applications.

Libraries, institutions and other users registered with a reproduction rights organization may make copies in accordance with the licences issued to them for this purpose. Visit www.ifrro.org to find the reproduction rights organization in your country.

ISBN: 978-92-2-035622-7 (Web PDF)

Also available in [English]: 978-92-2-035621-0 (Web PDF)
[Dhivehi]: 978-92-2-035623-4 (Web PDF)
[Sinhala]: 978-92-2-035624-1 (Web PDF)
[Nepalese]: 978-92-2-035625-8 (Web PDF)
[Urdu]: 978-92-2-035626-5 (Web PDF)

The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers.

The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the International Labour Office of the opinions expressed in them.

Reference to names of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the International Labour Office, and any failure to mention a particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval.

Information on ILO publications and digital products can be found at: www.ilo.org/publns.

▶সংক্ষিপ্তসার

শোভন কাজের বিষয়টি মাথায় রেখে এই ব্যকগ্রাউন্ড নোটে দক্ষিন এশিয়ায় (আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা) পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যাক্তিদের মধ্যে রয়েছে যারা সেপটিক পিট এবং ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করেন, স্লাজ পরিবহন করেন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা রক্ষনাবেক্ষন করেন এবং পয়ঃশোধানাগারে কাজ করে থাকেন। এই নোটে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র কিছু দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য শোভন কাজ নির্ধারণে চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করা যাবে। এই নোটে অন্তর্ভুক্ত তথ্যসমূহ গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে এবং দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য শোভন কাজের উপর আয়োজিত ওয়ার্কশপে (১১-১৩ অক্টোবর ২০২১) অংশগ্রহনকারী আইএলও'র ত্রিপক্ষীয় অংশীদারকে এই নোটের তথ্য ও উপাত্তসমূহের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা রাখতে হতে পারে।

ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য

এই ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় এবং অঞ্চলভিত্তিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সমান্তরালভাবে এসডিজি ৬ এবং ৮ অর্জনে ভূমিকা রাখা।

এই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় হবে এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নয়নে এবং তাদের সোশ্যাল ডায়ালগে অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে জাতীয় অথবা আঞ্চলিকভাবে নীতিমালা/কলাকৌশল প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের সক্রিয় করতে বিভিন্ন ধারনার উৎপত্তি হবে।

পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অধিকারসমূহকে সুরক্ষা প্রদানকারী প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক শ্রম সম্পর্কিত মানদণ্ড বাস্তবায়ন পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের উপর একটি পরিসংখ্যান নির্মাণে সহায়তা করবে এবং এর মাধ্যমে এ জাতীয় কর্মীদের হতাহতের সংখ্যা কমবে এবং তাদের প্রতি বৈষম্যে দূর হবে। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহঃ

১। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং এ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড সম্পর্কে আইএলও'র সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (শ্রম মন্ত্রনালয়, মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ) এবং ব্যবস্থাপকদের সক্ষমতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

২। জাতীয় পয়ঃনিষ্কাশন কলাকৌশলের অংশ হিসেবে কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহ এবং বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অংশগ্রহনকারীদের ধারনা বৃদ্ধি করা।

৩। ওয়ার্কশপে উঠে আসা বিভিন্ন বিষয়সমূহ মোকাবেলায় জাতীয় অথবা অঞ্চলভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহনে আলোচনার জন্য প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করা।

৪। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে জড়িত কর্মীদের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সংগঠিত করতে জাতীয় এবং আঞ্চলিক কলাকৌশল ও সেক্টোরাল প্ল্যান প্রণয়নের জন্য শ্রম মন্ত্রনালয়, স্যানিটেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রনালয় এবং আইএলও'র সামাজিক অংশীদারদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৫। কোভিড-১৯'র কারনে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি নির্ধারণ করা যেনো পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডসমূহ "স্বাভাবিক অবস্থায়" ফিরে আসতে পারে।

আলোচনার বিষয়বস্তু:

১। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের প্রধান ঝুঁকিসমূহ কী কী এবং এই ঝুঁকিসমূহ নিরসনে সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো কী কী এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সম্পর্কে ধারনায় ঘাটতিগুলো কী কী?

২। এই ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জসমূহ দূরীকরণে সরকারসমূহ এবং সামাজিক অংশীদারগণ কী পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন?

৩। এই চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনে জাতীয় এবং আঞ্চলিকভাবে কী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে?

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

এই গবেষণাটি প্রস্তুত করেছেন নতুন দিল্লির জওহারালাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক সুখাদেও থোরাট। এলেট্ট ভ্যান লিউরের নির্দেশনায় তাকে সহযোগিতা করেছে আইএলও'র সেক্টোরাল পলিসিজ ডিপার্টমেন্ট। এটির রচয়িতা সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তার আইএলও'র সহকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন জনাব কার্লোস ক্যরিওন-ক্রেসপো, মিস নেহা ওয়াধাওয়ান, জনাব পিটার বুইয়েমবো, ডঃ সুয়োসি কাওয়াকামী এবং মিস সুদিপ্তা ভদ্র। দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন বাংলাদেশের জনাব জাকির হোসাইন, নেপালের জনাব ভক্তবিশ্বকর্ম ও জনাব প্রদীপ পারিয়ার, পাকিস্তানের মিস মেরী জেমস গিল, ভারতের জনাব বেজওয়াদা উইলসন এবং শ্রীলংকার প্রফেসর টুডোর সিলভার প্রতি। তথ্য বিশ্লেষণ এবং এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সহযোগিতার জন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ দলিত স্টাডিজের ডঃ বিনোদ মিশরা এবং ডঃ খালিদ খান এর প্রতি এবং সেই সাথে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন জওহারালাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যকাল্টি ডঃ অমিত থ্রোটের প্রতি।

সূচীপত্র

দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জ এবং নীতিমালাসমূহ.....................................

- সংক্ষিপ্তসার iii

ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য iii

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহঃ iii

আলোচনার বিষয়বস্ত: iv

- ধন্যবাদ জ্ঞাপন v
- দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃ নিষ্কাশনকারীদের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণে চ্যালেঞ্জ ও নীতিমালাসমূহ 1

বিষয়ঃ অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশনের টিকে থাকা-মল হতে উৎপন্ন স্লাজের ব্যবস্থাপনা 1

- বিষয়াবলী এবং উদ্দেশ্যসমূহ 3

তথ্যভাণ্ডার 3

অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রমের আকারঃ সংখ্যা সম্পর্কে ধারনা 3

দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের পরিচিতি 4

চাকরি/শ্রম জরিপের তথ্যের সীমাবদ্ধতা 10

- অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাঃ অস্বীকৃত কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া 11
- স্বাস্থ্যঝুঁকি: রোগ, আঘাত এবং মৃত্যু 13

কলঙ্ক, বৈষম্য এবং অমর্যাদা 15

- সাংবিধানিক এবং আইনগত বিধানসমূহ 17
- আইএলও কনভেনশনসমূহের অনুমোদন 19
- আগামীর চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া 21

References 23

Annexure 1 29

Constitutional and Legal Provisions to Prevent Discrimination of Sanitation Workers 29

► দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃ নিষ্কাশনকারীদের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণে চ্যালেঞ্জ ও নীতিমালাসমূহ, সুখাদেও থোরাট

বিষয়ঃ অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশনের টিকে থাকা- মল হতে উৎপন্ন স্লাজের ব্যবস্থাপনা

পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনসেবার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে যেসকল সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে মানববর্জ্য, ঘরোয়াভাবে উৎপাদিত নোংরা পানি এবং কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন এবং পরিত্যাগ করা। এক কথায় তারা পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষনাবেক্ষনের কাজ করে থাকে। পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের শুধুমাত্র বাথরুম পরিষ্কার অথবা ট্যাংক/পিট পরিস্কারের জন্য নিয়োগ করা হয় না বরং তাদের স্যুয়ারেজ লাইন ও ম্যনহোল পরিষ্কার করতে এবং এগুলোর মধ্যে জমে থাকা বর্জ্য অপসারন করতে হয়, কঠিন বর্জ্য পরিবহনের পাশাপাশি তাদের এসব বর্জ্য পরিত্যাগ এবং পয়ঃশোধানাগারেও কাজ করতে হয়। এসকল কর্মীদের মধ্যে যারা উপজুক্ত যন্ত্রপাতি এবং সুরক্ষা পোশাক ছাড়াই হাত দিয়ে বাথরুম, পিট এবং সেপটিক ট্যাংক থেকে বর্জ্য পরিস্কার করেন এবং ধরে থাকেন এবং পয়ঃনিষ্কাশন লাইনে আটকে পড়া বর্জ্য অপসারন করেন তারা সে সকল ব্যাক্তিদের চেয়ে অধিক স্বাস্থ্য ও জীবন সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করেন যারা এ ধরনের কাজ যথাযথ যন্ত্রপাতি এবং সুরক্ষা পোশাক পড়ে করে থাকেন।

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে হাত দিয়ে বর্জ্য সংগ্রহকারী এমন মানুষগুলোর কল্যাণের কথা বিবেচনা করলে উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই কারন অযান্ত্রিক উপায়ে ময়লা সংগ্রহ এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং এটি মানুষের মর্যাদার জন্য শুধুমাত্র অপমানজনক নয় বরং এটি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টির পাশাপাশি পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছে যা কিনা শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্ম দেয়।

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করা হয়। দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে কম অথবা অধিক পরিমানে একটি সামাজিক বৈশিষ্ট দেখা যায় যা পয়ঃনিষ্কাশন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মধ্যে একটি অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। ঐতিহ্যগতভাবে দক্ষিন এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশে বিশেষ করে ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় হিন্দুরা পরিচ্ছনতার কাজ প্রধানত করে থাকেন যারা এক সময় অস্পৃষ্ট গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং/অথবা যারা এক সময় অস্পৃষ্ট ছিলেন এবং পরবর্তীতে খ্রিষ্টান, ইসলাম, শিখ এবং বুদ্ধধর্মে রুপান্তরিত হন (ওয়াটার এইড ২০২০; আকিল এন্ড জন ২০১৯; হ্যনচিট ২০১৬; ব্যরিংটন ২০২১, টুডোর সিল্‌ভা এট আল ২০০৯; ক্যনি এন্ড ক্যনি ২০২০)। এ সকল মানুষগুলো এসব দেশে পয়ঃনিষ্কাশন পেশাকে একটি বিশেষ চরিত্রে অলংকৃত করেছেন। গোত্র,অস্পৃষ্টতা এবং পয়ঃনিষ্কাশন পেশার সাথে সংযুক্ত কলঙ্কের মধ্যে সম্পৃক্ততা রয়েছে। পেশাগত এই কলঙ্কের শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় গোত্র এবং অস্পৃষ্টতা নামক প্রতিষ্ঠান দুটিতে। গোত্র ব্যবস্থায় মানুষকে উচ্চ গোত্র থেকে অসম গোত্র পর্যন্ত পাঁচটি সামাজিক দলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি গোত্রের সামাজিক মর্যাদা এবং পেশাকে নির্ধারণ করা হয় জন্ম এবং বংশের ভিত্তিতে। এই শ্রেণীবিন্যাসের সবচেয়ে নীচের দলটি 'অপবিত্র এবং দূষণকারী' হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তাদের পেশাকেও একইভাবে মূল্যায়ন করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে এই দলটিকে 'অস্পৃষ্ট' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

> "ভারতে একজন ব্যাক্তি তার কাজের জন্য পয়ঃনিষ্কাশনকারী হয়ে যায় না। সে পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করুক আর নাই করুক তার জন্মের কারনেই তাকে একজন পয়ঃনিষ্কাশনকারী হতে হয়" (আম্বেদকার বি আর ইন রবিচন্দ্রন ২০১১)।

সুতরাং পেশাগত অপবিত্রতা এবং দূষণের কথা চিন্তা করলে পয়ঃনিষ্কাশন অনুক্রমের প্রথম দিকেই রয়েছে (জোসী এন্ড ফেরন)।[১] পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা শুধুমাত্র অস্পৃশ্যতার কারনে তাদের কলঙ্কজনক পরিচয়ের জন্য দুর্ভোগের শিকার হয় তাই নয় বরং "দূষণকারী" কাজ করার জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপায়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং আত্মসম্মানের অবনমন ঘটে।[১] এরফলে এসকল দেশে পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা এখনও সামাজিক এবং শারীরিকভাবে ত্যাজ্যতা, অপমানের এবং অস্পৃশ্যতা ও পেশাগত দূষণের সাথে সম্পৃক্ত কলঙ্কের শিকার হচ্ছে যদিও ভারতে এ রকম বিষয় আইনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়েছে। ধর্মীয় এবং সামাজিক যেসব ধারনার প্রভাবের কারনে পয়ঃনিষ্কাশনকে অপবিত্র এবং দূষক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এই পেশায় কাজ করা ব্যাক্তিদের অস্পৃশ্য মনে করা হয় এবং তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় সেসব ধারনা দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে সচরাচর দেখা যায় যেখানে গোত্র ব্যবস্থা এখনো বিভিন্ন মাত্রায় বজায় আছে। আর এই ধর্মীয় ধারনা অথবা বিশ্বাসের কারনে পয়ঃনিষ্কাশনকে অপবিত্র এবং দূষক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এ জাতীয় ধারনাগুলো মুছে ফেলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং, অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনকে বন্ধ করতে হলে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের প্রতি উচ্চ গোত্রের বিশ্বাস, মনোভাব এবং ধারনাকে সংস্কার করতে হবে বিশেষ করে যারা অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করেন তাদের প্রতি।

"ভারতে মল বস্তটি পরোক্ষভাবে অশুদ্ধতা এবং দূষণকে বোঝায়। এই দুটি বিষয় হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি অর্থাৎ উপাসনার মাধ্যমে অর্জিত বিশুদ্ধতাকে অপবিত্র করে দেয়। হিন্দু সংস্কৃতিতে বাসাবাড়ি এবং পরিবেশ থেকে মল অপসারন করতে হয় যতদূর সম্ভব। কিন্তু এই কাজটি বাধ্য হয়ে করতে হয় তাদের যাদের সবচেয়ে অপবিত্র এবং দূষণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ যারা কিনা নিম্ন গোত্রের মানুষ" (জোসী, দিপা, এবং ফেরন, সুজান ২০০৭)"।

গোত্র এবং অস্পৃশ্যতার সাথে সম্পৃক্ত অসম্মানজনক ধারনার কারনে পয়ঃনিষ্কাশনকে অবিত্র এবং দূষণকারী কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এ কারনে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের আত্মসম্মান কলঙ্কিত হয়। তবে, অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের আরো কিছু ক্ষতিকারক দিক রয়েছে। এ ধরনের কাজ এই পেশার সাথে জড়িতদের স্বাস্থ্য, জীবন, আর্থিক নিরাপত্তা, এবং ভালোমন্দের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং এগুলো বিষয় দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর সরকারের জন্য উদ্বেগের বিষয় বটে।

বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারী ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার না করেই কাজ করে থাকে এবং এর ফলে তারা কর্মস্থলে এবং পরিবেশে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয় ও বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে (ওয়াটার এইড ২০০৯)। নর্দমা এবং সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকি, বিপদজনক পরিবেশে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জৈব এবং রাসায়নিক পদার্থের সরাসরি সংস্পর্শে আসার কারনে গুরুতর আঘাত এবং কখনো কখনো মৃত্যুও ঘটে থাকে। পশ্চিমা বিশ্বে পয়ঃনিষ্কাশনের বেশীরভাগ প্রক্রিয়া যান্ত্রিক উপায়ে হয়ে থাকে।

পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা আরেকটি উদ্বেগের কারন। স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কিছু কর্মী ব্যাতিত সরকারি, বেসরকারি এবং বাসা বাড়িতে যারা কাজ করে তারা সবাই অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করে এবং তাদের অন্য কোন কাজ নেই এবং সামাজিক ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা নেই। এ সকল পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বহন সত্ত্বেও অধিক পরিমানে অস্থায়ী চাকরির কারনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় না (মানডের ২০১৪; আইএলও ২০১৩)। চাকরির অস্থায়ী ধরনের কারনে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মানব উন্নয়নের মাত্রা কমে যায় (থোরাট ২০০৯, ২০১০; বরুয়া এট আল ২০১৫; রামাইয়া ২০১৫)। চাকরি এবং ব্যবসায় বর্ণ বৈষম্যর কারনে বিকল্প জীবিকার সুযোগ কমে গিয়েছে এবং এতে করে পয়ঃনিষ্কাশনের উপর সমাজের নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কুসংস্কার অতীত থেকে বর্তমানে উত্তরাধিকার হিসেবে এখনও টিকে আছে।

অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রভাব যেমনঃ মর্যাদাহানি, স্বাস্থ্য এবং জীবনের ঝুঁকি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, এবং এই পেশায় জড়িতদের নিম্নমানের জীবনযাত্রার বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর সরকারেরা এ পেশায় নিয়োজিত কর্মীদের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য তাদের নিজ নিজ সংবিধান, আইন এবং নীতিমালায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এসকল পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন অনেকাংশেই কমেছে। তারপরও অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের ধরন বদলেছে যেমনঃ শৌচাগার, নর্দমা, ম্যনহোল এবং সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করা, খাল থেকে বর্জ্য উত্তোলন এবং আরো অনেকভাবেই। (জোসী এট আল ২০০৭; ক্যানি এট আল ২০২০; আকিল এন্ড গিল ২০১৯; জাকুত এট আল ২০২১; টুডোর সিল্‌ভা এট আল ২০০৯)।

▶বিষয়াবলী এবং উদ্দেশ্যসমূহ

অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশনের অস্তিত্বের কথা মাথায় রেখে এখানে চেষ্টা করা হয়েছে দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা প্রদানের। এখানে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করা হয়েছে, তারা যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে, এবং আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে এ সকল কর্মীদের সমস্যা নিরসনে যে নীতিমালাসমূহের প্রয়োজন সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- পয়ঃনিষ্কাশনকারী সমাজের আকার অনুমান করা এবং তাদের মধ্যে লিঙ্গ, বর্ণ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী যারা অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করেন তাদের পৃথক করা;
- পয়ঃনিষ্কাশন করার সময় কর্মীরা যে ধরনের স্বাস্থ্য এবং জীবন সম্পর্কিত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে এ সম্পর্কে ধারনা নেয়া;
- সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা যে ধরনের কলঙ্ক এবং বৈষম্যের মুখোমুখি হয় সেটি বুঝতে চেষ্টা করা;
- পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের চাকরির ধরন, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিবেচনা করে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার দিকে আলোকপাত করা;
- পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের সম্পর্কিত সংবিধান, আইন এবং নীতিমালাসমূহের বিধানগুলো বুঝতে চেষ্টা করা এবং লক্ষ্য করা যে এই বিধানগুলো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অঙ্গীকারের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং
- আইন, গাইডলাইন এবং প্রচলিত ব্যবস্থার ফাঁকগুলো খুঁজে বের করা এবং নীতিমালাসমূহের সংস্কারের ক্ষেত্র খুঁজে বের করা।

তথ্যভাণ্ডার

যেখানেই সম্ভব, বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করা হয়ে থাকে প্রধানত চাকরি/শ্রম সংক্রান্ত জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। যদিও দক্ষিন এশিয়ার সাতটি দেশে চাকরি এবং শ্রম জরিপ ভিন্ন ভিন্ন বছরে করা হয়ে থাকলেও তথ্যের মধ্যে তফাৎ তিন বছরের অধিক সময়ের হয় না যেমন ২০১৭ থেকে ২০২০'র মধ্যে। বিশ্লেষণটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে ইতিপূর্বে অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের উপর বিভিন্ন দলিলপত্র।

অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রমের আকারঃ সংখ্যা সম্পর্কে ধারনা

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশনকারী কর্মীদের আকারটি কেমন বিশেষ করে যারা অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করেন?সরকারি তথ্য অনুযায়ী তাদের কি কর্মী হিসেবে গণনা করা হয়?

সরকারি শ্রম/চাকরি সংক্রান্ত জরিপে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের জন্য একটি শ্রেণী রয়েছে এবং সেখানে তাদের সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে যদিও দেশভেদে তথ্যসমূহে ভিন্নতা রয়েছে। তবে, চাকরি/শ্রম জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। এখানে অযান্ত্রিক উপায়ে অথবা যান্ত্রিক উপায়ে অথবা উভয়ভাবে পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে বিভাজন করা হয়নি। এসব তথ্যে কঠিন বর্জ্য এবং মল থেকে উৎপাদিত বর্জ্যের মধ্যে বিভাজন করা হয়নি অথবা কতজন সুইপার অযান্ত্রিক উপায়ে শৌচাগার, পিট এবং নর্দমা পরিষ্কার করেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

একই সাথে এখানে কতজন পয়ঃনিষ্কাশনকারী বিভিন্ন অযান্ত্রিক এবং যান্ত্রিক কাজে নিয়োজিত রয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। সুতরাং আমাদের কাছে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের সম্পর্কে একটি সমষ্টিগত তথ্য রয়েছে যা কিনা অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা কর্মীদের নিয়ে বলা যায়, যদিও তা সম্পূর্ণ রূপে নয়।

ভারতের ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভে অন এমপ্লোইমেন্ট পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেছে যাদের মধ্যে রয়েছে "বর্জ্য সংগ্রাহক এবং এ জাতীয় কাজ করা কর্মীরা'। দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশে এ জাতীয় কর্মীদের "প্রত্যাখ্যাত এবং প্রাথমিক শ্রেণীর কর্মীদের" দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং ভারতীয় চাকরি সংক্রান্ত জরিপে বর্জ্য সংগ্রাহক এবং এ জাতীয় কাজ করা কর্মীরা এবং দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশে প্রত্যাখ্যাত এবং প্রাথমিক শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে তুলনা করা যায়। এটিকে আরো কাছাকাছি নেয়ার জন্য আমরা প্রাপ্ত তথ্যেসমূহে কিছু পরিবর্তন করেছি। বর্জ্য সংগ্রাহকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে সব ব্যাক্তিদের যারা বর্জ্য যান্ত্রিক উপায়ে পরিবহন করেন এবং যারা অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহ করেন এবং এ জাতীয় কাজ করা অন্যান্য কর্মীদের যেমনঃ সুইপার, পানি বহনকারী এবং অন্যান্যরা যারা একই ধরনের কাজ করে থাকেন। দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর জরিপে প্রত্যাখ্যাত এবং প্রাথমিক শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত আছেন যারা বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য উঠানো এবং নামানোর কাজ করেন, রাস্তা, পার্ক এবং অন্যান্য সরকারি স্থান পরিষ্কার করেন এবং অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করে থাকেন। এর ফলে পুরোপুরি না হলেও সামগ্রিক ধারনাটি অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের কাছাকাছি চলে আসে। আমরা এখানে অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশনকারীর সম্পর্কে তুলনামূলক ধারনা ব্যবহার করেছি।

দক্ষিন এশিয়ায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের পরিচিতি

চাকরি/শ্রম সংক্রান্ত জরিপ এবং কিছু প্রাথমিক গবেষণা বিশ্লেষণ করে দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

(১) সর্বমোট পরিচ্ছনতা কর্মীদের মধ্যে শতাংশ হিসেবে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের সংখ্যা সর্বনিম্ন ০.০৯৪ হতে ১.৩ শতাংশ। তবে, প্রকৃত সংখ্যাটি অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় বেশী।

(২) বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের উপস্থিতি বেশী এবং ভারত ও নেপালের শহরাঞ্চলে তাদের উপস্থিতি বেশী লক্ষ্য করা যায়।

(৩) বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারী কর্মী নিজ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের অনুসারীঃ যেমনঃ তারা ভারত এবং নেপালে হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিবাসী, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিবাসী, এবং শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অধিবাসী। পাকিস্তানে বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারী খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং হিন্দু দলিত সম্প্রদায়ের অধিবাসী যারা কিনা সেখানে সংখ্যালঘু।

(৪) দক্ষিন এশিয়ার কোন কোন দেশে গোত্র-ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশে সেসব মানুষ পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করেন যারা এক সময় হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্য ছিলেন এবং অন্যান্য ধর্মে রুপান্তরিত হয়েছেন যেমনঃ শিখ, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্ম।

(৫) পুরুষ এবং নারী উভয়ই পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করেন। যদিও সব দেশে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা বেশী তবে ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশে নারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী (চিত্র ৩ দেখুন)।

(৬) বেশিরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বয়স ১৫ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে তবে কোন কোন দেশে বিশেষ করে নেপাল এবং আফগানিস্তানে ৬০ বছর এবং এর চেয়ে অধিক বয়সের মানুষেরাও পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করেন।

(৭) দক্ষিন এশিয়ার সব দেশে বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারী অশিক্ষিত এবং সল্প শিক্ষিত। আফগানিস্তান এবং মালদ্বীপে যথাক্রমে ৮০ এবং ৯০ শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশনকারী খুবই অল্প শিক্ষিত বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৬১ থেকে ৬৩ শতাংশ। ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। এক কথায়, এসব দেশে দুই শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশনকারী উচ্চ শিক্ষিত।

(৮) অঞ্চলভিত্তিতে পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা প্রধানত তাদের কাজের ধরনের কারনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকেন।

(৯) প্রাথমিক গবেষণায় যে সকল বিষয় চাকরি/শ্রম সংক্রান্ত জরিপে বিবেচনা করা হয়নি সেগুলো আলোর মুখ দেখেছে। নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তবে এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমানে অযান্ত্রিক উপায়ে মল, পিট ও নর্দমা পরিষ্কার করা হয় যদিও অযান্ত্রিক উপায়ে কি পরিমানে পয়ঃনিষ্কাশন করা হয় সে সম্পর্কে কোন ধারনা পাওয়া যায়নি। কিছু প্রাথমিক গবেষণায় দেখা যায় যে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নেপালে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বেশীরভাগই নিম্ন গোত্রের তদানীন্তন অস্পৃশ্যরা এবং সে সকল ব্যাক্তি যারা খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মে রুপান্তরিত হয়েছেন।

প্রতিটি দেশে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের সংখ্যায় তাদের অবস্থান, লিঙ্গ, বয়স, সামাজিক যোগ্যতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। চিত্র ১ থেকে ৪ এ উপরে উল্ল্যেখিত দক্ষিন এশিয়ার সাতটি দেশে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের সংখ্যা এবং মোট পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের (স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত) মধ্যে তাদের অংশ এবং তাদের কিছু বৈশিষ্ট দেখানো হয়েছে।

আইনে কঠোর বিধান থাকা সত্ত্বেও ভারতে অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন চলমান রয়েছে। অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন বলতে বোঝায় "রাস্তা এবং ল্যাট্রিন হতে মানুষের মল অপসারন করা, সেপটিক ট্যাংক, গর্ত এবং নর্দমা পরিষ্কার করা"। বর্ণ, শ্রেণী এবং আয়ের বৈষম্য এই প্রথাটিতে ভূমিকা পালন করে। "'অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন প্রক্রিয়া' কে সম্পূর্ণরূপে মুছে না ফেলতে পারা কে বলা যায় আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বড় লজ্জাগুলোর মধ্যে একটি", দেশে বিদ্যমান অস্পৃশ্যতার চর্চাকে বলা যায় সবচেয়ে বেশী অপমানজনক।" (ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফারী কর্মচারী ২০২০)

চিত্র ১: মোট পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের শতাংশের হার

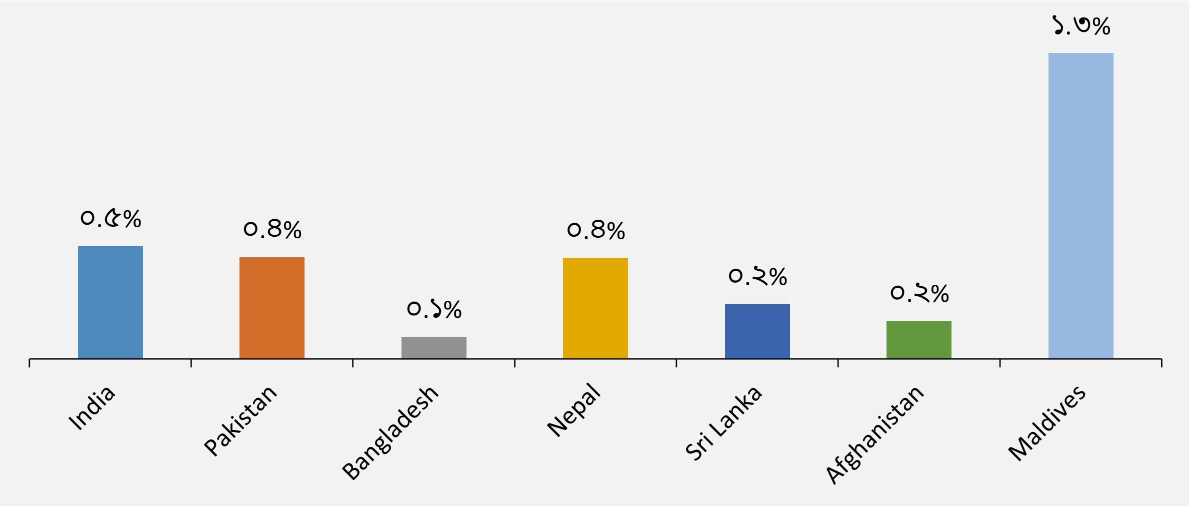

চিত্র ২ এ দেখা যাচ্ছে বয়স বিন্যাসে শ্রীলঙ্কা ব্যাতিত বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বয়স কর্মজীবীদের বয়স অর্থাৎ ১৫-৪৫ বছরের মধ্যে। তবে, শ্রীলঙ্কায় বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারীর বয়স ৪৬-৫৯ বছরের মধ্যে। তবে, দক্ষিন এশিয়ার কিছু দেশে ৬০ বছরের অধিক বয়সী ব্যাক্তি পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করেন এবং বাংলাদেশ ও শ্রীলংকায় এ জাতীয় মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক বেশী।

চিত্র ২: বয়স অনুপাতে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের শতাংশের হার

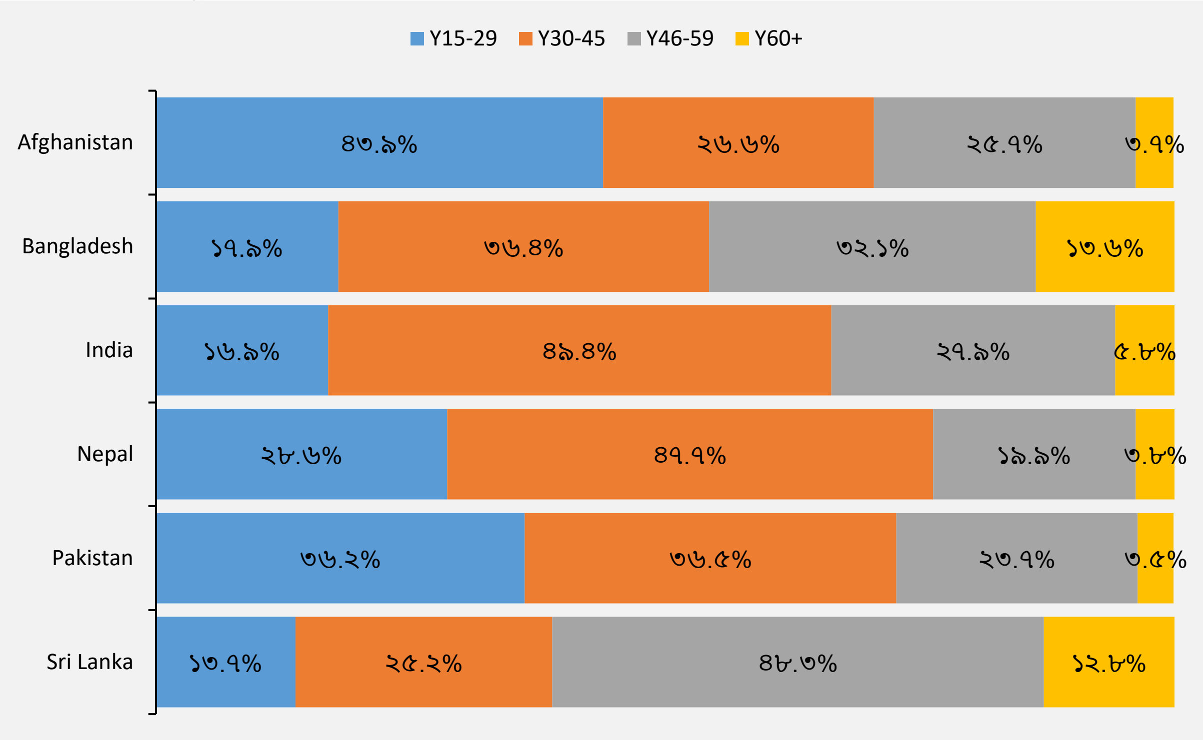

সুত্রঃ দেশগুলোতে পরিচালিত শ্রম জরিপ

চিত্র ৩: লিঙ্গ অনুযায়ী পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের শতাংশের হার

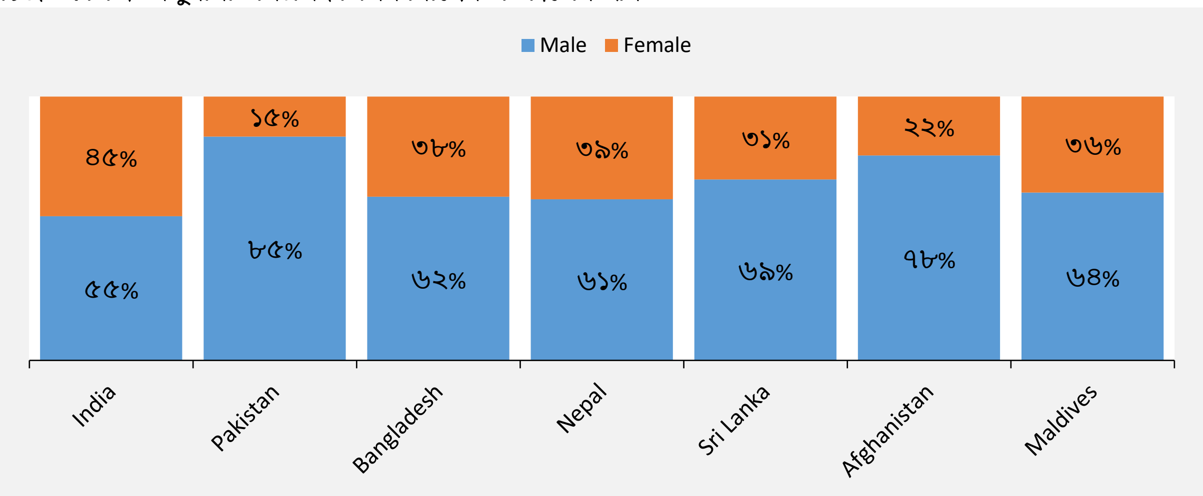

চিত্র ১-৪ এবং টেবিল ১'র সুত্র*:* শ্রম জরিপ,ভারত ২০১৯-২০; শ্রম জরিপ পাকিস্তান ২০১৮; শ্রম জরিপ বাংলাদেশ ২০১৭; শ্রম জরিপ নেপাল ২০১৭; শ্রম জরিপ শ্রীলঙ্কা ২০২০; শ্রম জরিপ মালদ্বীপ ২০১৯

"ম্যনুয়াল স্যানিটেশন ওয়ার্কার আইন'র সবচেয়ে বড় লংঘনকারী হচ্ছে ভারতীয় রেলওয়ে। কেউ এই তিক্ত বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবে না কারন এটি আমাদের সামনেই ঘটছে। প্রতিদিন ট্রেনে যেসব যাত্রী ভ্রমন করছেন তাদের মুখের উপরই ঘটছে"। (ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফারী কর্মচারী ২০২০)

শুধুমাত্র বাংলাদেশ, ভারত এবং শ্রীলংকায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের ধর্ম সম্পর্কে জানা গিয়েছে যা নিম্নের টেবিলসমূহে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৪: পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের ধর্মীয় পরিচয়ঃ বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা

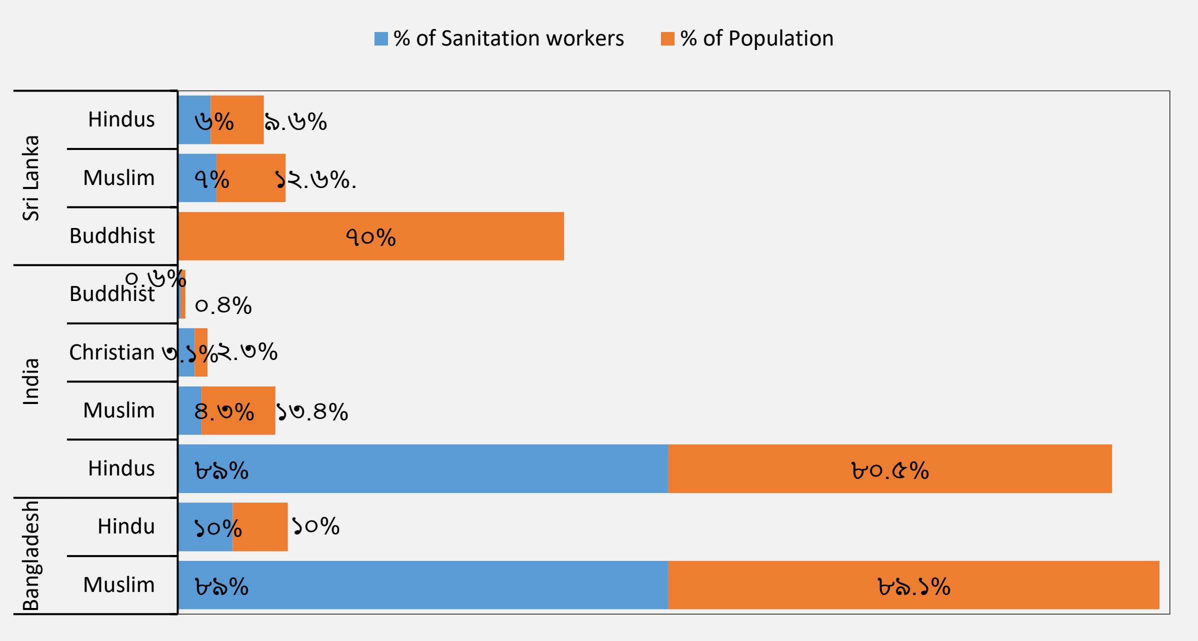

মাত্র তিনটি দেশ অর্থাৎ ভারত, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা তাদের দেশে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বর্ণ এবং জাতিগত পটভূমি সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেঃ ভারতে ২০১৯/২০ সালে মোট পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের প্রায় ৬০ শতাংশ ছিল নির্দিষ্ট গোত্রের হিন্দুরা যা কিনা মোট জনসংখ্যায় তাদের ১৬ শতাংশ অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশী। পয়ঃনিষ্কাশন কাজের সাথে পরিষ্কারভাবে বর্ণ-ধর্মের একটি সম্পৃক্ততা পাওয়া গিয়েছে। বেশিরভাগ হিন্দু পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা নির্দিষ্ট গোত্রের যারা পূর্বে অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। বর্ণ সম্পর্কিত কলঙ্ক এড়াতে অস্পৃশ্যদের বেশীরভাগ যারা কিনা শিখ, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তারা এখনও পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করছেন। সুতরাং, হিন্দু ধর্ম হতে বৌদ্ধ, শিখ এবং খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার পরও পয়ঃনিষ্কাশনের পেশা তারা বেশ ভালোভাবেই ধরে রেখেছেন। 'দূষণকারী' হিসেবে এই পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের জোরপূর্বক তাদের পেশা কে ধরে রাখতে বাধ্য করা হয়েছে-অতিতের লজ্জাজনক ঐতিহ্য অনেকটা দায়মুক্তির মাধ্যমে চর্চা করা হচ্ছে তাদের মাধ্যমে যারা দলিত অথবা যেসব অস্পৃশ্য ব্যাক্তি বৌদ্ধ, শিখ অথবা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তাদের মাধ্যমে। যেমনটি আকিল এন্ড গিল (২০১৯ঃ১)পাকিস্তানে দেখতে পেয়েছেন "পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত ভারতীয় বর্ণভিত্তিক কলঙ্ক এখনও পাকিস্তানে রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলের খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে এই পেশাকে "অমুসলিমদের" কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়"।

চিত্র ৪: ভারতে ধর্ম এবং গোত্র প্রথা অনুযায়ী পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের শতকরা হার

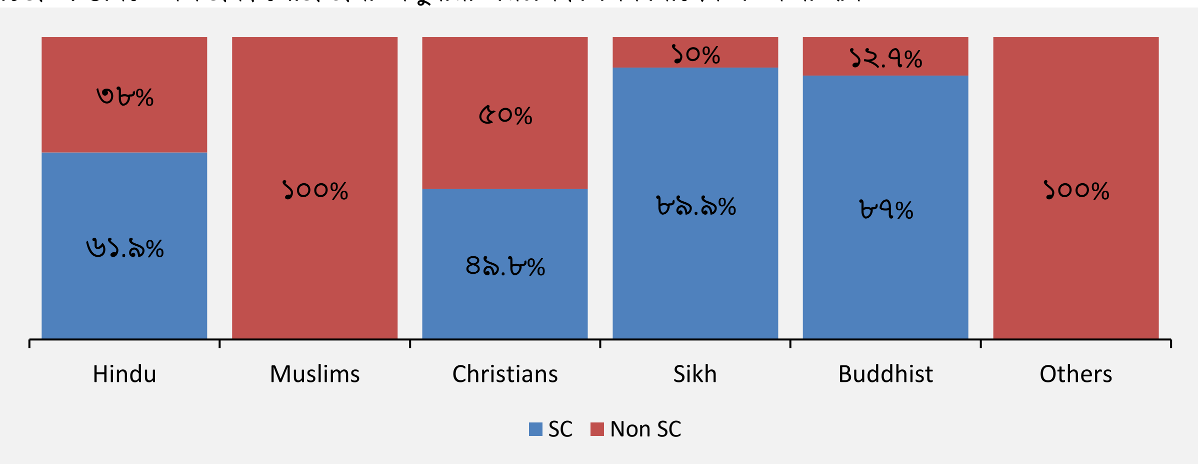

চিত্র ৫: পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের জাতিগত পরিচয়, শ্রীলঙ্কা

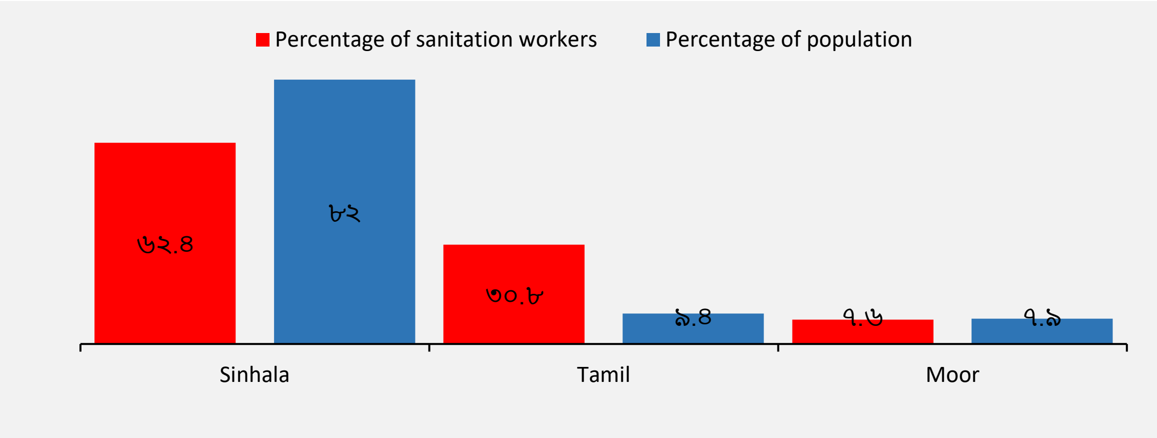

সুত্র: শ্রীলঙ্কা, শ্রম জরিপ

তবে, শ্রীলংকায় পরিচালিত জরিপে সেখানকার তামিল পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বর্ণ সম্পর্কে জানা যায়নি।

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশনকারী কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই কম। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ এবং পাকিস্তানের মত দেশগুলোতে প্রায় অর্ধেকের বেশী পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা লাভ করেনি।

চিত্র ৬: পয়ঃনিষ্কাশনকারী দের শিক্ষার অবস্থা এবং ভৌগলিক অবস্থা

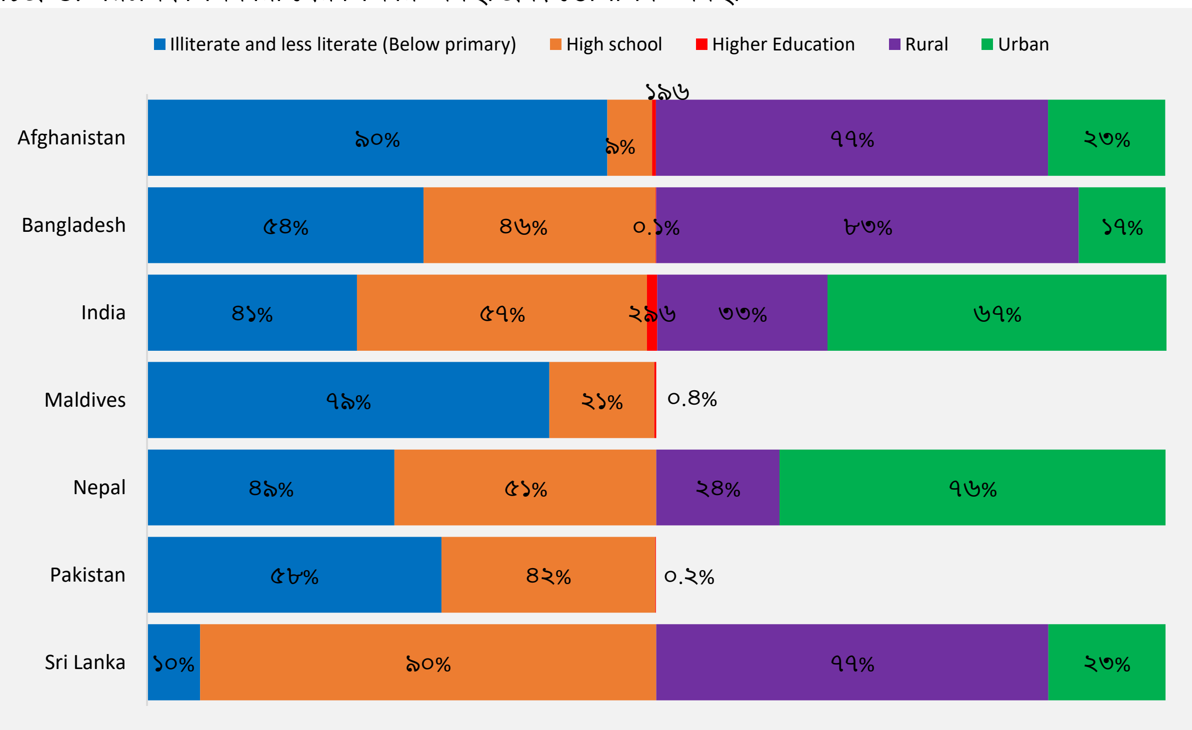

সুত্র: শ্রম জরিপ,ভারত ২০১৯-২০; শ্রম জরিপ পাকিস্তান ২০১৮; শ্রম জরিপ বাংলাদেশ ২০১৭; শ্রম জরিপ নেপাল ২০১৭; শ্রম জরিপ শ্রীলঙ্কা ২০১৭, ২০২০; শ্রম জরিপ মালদ্বীপ ২০১৯

সংখ্যায় কম হলেও কয়েকটি প্রাথমিক গবেষণায় সে সব বিষয়ে তথ্য পাওয়া গিয়েছে যেগুলোকে চাকরি/শ্রম জরিপে গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং এ সম্পর্কিত প্রমান ও মিলেছে। এই ব্যকগ্রাউন্ড নোটে আমরা চেষ্টা করেছি পয়ঃনিষ্কাশনের আকার সম্পর্কে জানতে এবং লিঙ্গ/গোত্র/ধর্মের ভিত্তিতে কি ধরনের মানুষ এই কাজ করছে সে সম্পর্কে জানতে।

এক সরকারি জরিপ থেকে জানা যায় যে ভারতের ১৮টি রাজ্যের ১৭০ টি জেলায় ৪২,৩,০৩ জন পয়ঃ নিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মী রয়েছেন যারা অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করেন (ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফারী কর্মচারী ২০২০)। তবে, বাদবাকি ৫৪৮ টি জেলায় অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের শনাক্ত করলে এই সংখ্যা

আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি জেলায় সমসংখ্যক পয়ঃনিষ্কাশনকারীর ভিত্তিতে এই খসড়া সমীক্ষাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে, এই সমীক্ষায় সে সকল কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যারা রেললাইন এবং অন্যান্য স্থান হতে মল পরিষ্কার করে থাকেন। ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফারী কর্মচারী তাদের প্রতিবেদনে স্বীকার করেছে যে "কেউ এই তিক্ত বাস্তবতাকে (অযান্ত্রিক উপায়ে মল পরিষ্কার করা) অস্বীকার করতে পারবে না কারন এটি ঠিক আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে" (সামাজিক বিচার এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রনালয় ২০১৯-৪৬)। তবে, কিছু গবেষণায় অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য পাওয়া গিয়েছে যেগুলো চাকরি সংক্রান্ত জরিপে পাওয়া যায়নি। সাফারী কর্মচারী আন্দোলন নামক দিল্লীভিত্তিক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা যায় যে চারটি রাজ্যের মাত্র ৩৬ টি স্থাপনায় শৌচাগার এবং নর্দমা পরিষ্কারে নিয়োজিত আছেন প্রায় ১১৩৯ জন মহিলা কর্মী (সাফারী কর্মচারী আন্দোলন ২০১৮)। এই কাজটির ধরন অনুযায়ী নারীরা ভিন্নভাবে অংশ নিয়ে থাকেনঃ কেউ কেউ নর্দমা পরিষ্কার করেন, পরিশোধন কেন্দ্রে অথবা মল হতে উৎপাদিত স্লাজ নিয়ে কাজ না করলেও দেখা গিয়েছে যে শৌচাগার পরিষ্কারকারীদের ৯৫% নারী; এছাড়া রেল লাইন থেকে মল পরিষ্কারে নিয়োজিতদের ৮০% নারী; সুইপিং এবং নর্দমা পরিষ্কারে নিয়োজিত প্রায় ৫০% নারী এবং পাবলিক টয়লেট দেখাশোনাকারীদের প্রায় ২৫% নারী (বকশী ২০১৮)। তবে, এই সুত্র থেকে গৃহকর্মে নিয়োজিতদের সম্পর্কে লিঙ্গ বিভেদ সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

একইভাবে পাকিস্তানে পরিচালিত কিছু গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ দেশটির শ্রম সংক্রান্ত জরিপে উঠে আসেনি। সেখানকার অন্যতম পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ প্রধানত করে থাকে দেশটির সংখ্যালঘু খ্রিস্টানরা। সিন্ধ প্রদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা মুসলিমদের (যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ) পাশাপাশি হিন্দু গোত্র থেকেও এসেছেন (ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ দলিত স্টাডিজ ২০০৮)। সুতরাং, দেশটির বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের মধ্যে রয়েছেন তদানীন্তন হিন্দু অস্পৃশ্য ব্যাক্তিরা যারা পরবর্তীতে খ্রিস্টান, শিখ এমনকি মুসলিম ধর্মে রুপান্তরিত হয়েছেন। 'নিম্ন বর্ণের' এই মানুষগুলো বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত আছেন যেমনঃ ড্রেন রক্ষনাবেক্ষন করা (পয়ঃনিষ্কাশনের চ্যানেল পরিষ্কার করা), পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা রক্ষনাবেক্ষন করা। সর্বশেষ কিছু গবেষণায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের মধ্যে বর্ণ এবং ধর্মের প্রভাব এবং অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে তাদের সম্প্রিক্ততার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। (গিল ২০২০; সিদ্দিকি ২০২০)।

বাংলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্তভাবে মলত্যাগ দূর করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দেশটি বর্তমানে শৌচাগারে অব্যবহৃত স্লাজের মজুদ এবং এটির অনিরাপদ অপসারন এবং শোধানাগারে পরিবহনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। দেশটিতে এখনো নিয়মিতভাবে মলত্যাগের পিট অযান্ত্রিক উপায়ে খালি করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে দেশটিতে পিট খালি করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজটি করে আসছে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের পাশাপাশি কিছু নিম্ন গোত্রের মানুষেরা যারা পরবর্তীতে খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে (যাকুট এট আল ২০২১)। আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ঢাকা শহরে অযান্ত্রিক উপায়ে মল পরিষ্কারের কাজ বেশ ভালোভাবেই টিকে রয়েছে। দলিত সম্প্রদায় অথবা হিন্দুদের তদানীন্তন অস্পৃশ্য গোত্রের মানুষেরা এই কাজটি করে থাকেন। সুতরাং গবেষণায় বাংলাদেশে অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের দুটি দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছেঃ অযান্ত্রিক উপায়ে পিট পরিষ্কার, নর্দমা পরিষ্কারসহ এ জাতীয় অন্যান্য কাজে অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবহার এবং এ জাতীয় কাজে নিম্ন গোত্রের হিন্দু দলিতদের সম্পৃক্ততা (বিশ্ব ব্যাংক ২০১৯)।

৯৫ শতাংশ উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার কারনে দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় শ্রীলংকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বেশ ভালো। এটি সম্ভব হয়েছে উন্নত অন সাইট স্যানিটেশন এবং গ্রামাঞ্চলে পিট ল্যাট্রিনে উন্নত কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে (ডব্লিউএসএসসিসি এবং এফএএনএসএ ২০১৬বি)। তবে, ভারত এবং পাকিস্তানের মত শ্রীলঙ্কাতেও পয়ঃনিষ্কাশনের কাজে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের (দলিত) সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে পারায়ানরা রাস্তা পরিষ্কার এবং বর্জ্য সংগ্রহের কাজ করেন এবং চাক্কিহারেরা শহরের শৌচাগার, নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করেন (সিলভা, থ্যঞ্জেস এবং সিভাপ্রাগাসাম ২০০৯)।

নেপালে প্রায় ৪৬ শতাংশ বাসাবাড়িতে উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা রয়েছে (ডব্লিউএসএসসিসি এন্ড এফএএনএসএ ২০১৬বি)। শহরের প্রায় ৩০ শতাংশ বাড়ির শৌচাগারের সাথে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সংযোগ রয়েছে এবং প্রায় ৪৮ শতাংশ বাসা বাড়ির শৌচাগারে সেপটিক ট্যাংক রয়েছে। তবে, বেশীরভাগ সেপটিক ট্যাংকের নকশা যথাযথভাবে করা হয়নি এবং সেপটিক ট্যাংকের স্লাজ পরিশোধনের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। দেশটিতে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বেশীরভাগ নিম্ন বর্ণের হিন্দু যারা এক সময় অস্পৃশ্য ছিল এবং এসব মানুষ গাড়ি চালক, বর্জ্য সংগ্রাহক, বর্জ্য প্রক্রিয়াকারী এবং সুইপারের কাজ করেন (বিনাত অ্যান্ড ম্যসন ২০১৭; নেপাল কান্ট্রি রিপোর্ট, ২০১৬)। ২০১৪ সালের অপর একটি গবেষণায় নেপালে পয়ঃনিষ্কাশনের এ সকল বৈশিষ্টগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে (নেপাল মাল্টি ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে, ২০১৪)।

মালদ্বীপে পরিচালিত অপর এক গবেষণায় দেখা যায় যে দ্বীপ দেশটিতে পয়ঃনিষ্কাশনকারী কর্মীদের প্রায় অর্ধেক মালদ্বীভিয়ান, অপরদিকে প্রায় ২৫.৭ শতাংশ ভারতের, ২০ শতাংশ বাংলাদেশের এবং ৩ শতাংশ শ্রীলংকার

নাগরিক (এডাম ২০১৫)। পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওজন উত্তোলন করে থাকেন। এ সকল কর্মীরা বিভিন্ন ক্ষতিকারক বর্জ্য যেমনঃ হাসপাতাল বর্জ্য অযান্ত্রিক এবং বিপদজনক উপায়ে বহন এবং বর্জন করে থাকেন (ডব্লিউএসএসসিসি এন্ড এফএএনএসএ ২০১৬এ)।

আফগানিস্তানে ২০১৫ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে মোট পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রায় ৭৫ শতাংশ "উন্নত এবং অন্যান্য উন্নত" ব্যবস্থা সম্বলিত। দেশটিতে অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি (ডব্লিউএসএসসিসি অ্যান্ড এফএএনএসএ ২০১৬ই)।

চাকরি/শ্রম জরিপের তথ্যের সীমাবদ্ধতা

যদিও উপরে উল্ল্যেখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমে দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের আকার এবং বৈশিষ্ট সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায় তবে এসকল তথ্যের মধ্যে রয়েছে চরম সীমাবদ্ধতা। চাকরি এবং শ্রম সংক্রান্ত সরকারি জরিপে পয়ঃনিষ্কাশন কাজের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর প্রতি নজর দেয়া হয়নি যা কিনা পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাকরি/ শ্রম জরিপে যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন কাজের মধ্যে অথবা কঠিন বর্জ্য এবং মল থেকে উৎপত্তি হওয়া বর্জ্যের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য না করেই সমষ্টিগত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। শুকনা এবং ভেজা শৌচাগার পরিষ্কারে নিয়োজিত সুইপারদের সংখ্যা সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি যদিও দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে চাকরি/শ্রম জরিপে এ সকল কর্মীদের পয়ঃনিষ্কাশনকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। উদাহরন হিসেবে বলা যায় ভারতে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের পেশাকে "বর্জ্য এবং এ জাতীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মী"দের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং "এ জাতীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের" মধ্যে রয়েছে সুইপার, পয়ঃনিষ্কাশনকারী কিন্তু এনএসএস এসকল কর্মীদের বিষয়ে উক্ত সংজ্ঞায় কিছু উল্ল্যেখ করেনি। এ কারনে অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করছেন এমন কর্মীদের সংখ্যা নির্ধারণে একটি ফাঁক রয়ে যায়। ভারতীয় এনএসএস জরিপে বিভিন্ন শিল্পখাতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের সংখ্যা প্রদান করা হলেও এখানে অযান্ত্রিক এবং যান্ত্রিক উপায়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশেও পরিস্থিতি অনেকটা একই রকম। অন্যান্য দেশেও তথ্য পরিবেশনে ঘাটতি রয়েছে। মালদ্বীপ এবং পাকিস্তান তাদের পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের মধ্যে গ্রাম-শহরের পৃথক তথ্য প্রদান করেনি। একইভাবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মালদ্বীপের জরিপে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের ধর্ম সংক্রান্ত পৃথক তথ্য প্রদান করা হয়নি। মালদ্বীপ পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বয়স সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেনি। ভারত, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা ব্যাতিত অন্য দেশগুলো পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বর্ণ অথবা জাতিগত পটভূমি নিয়ে কোন প্রতিবেদন করেনি।

▶ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাঃ অস্বীকৃত কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া

চাকরির নিশ্চয়তা না থাকায় অঞ্চলসমূহে পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা ব্যাপক অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হচ্ছে যা কিনা এসব দেশের চাকরি/শ্রম জরিপের তথ্যে লক্ষ্য করা যায় (চিত্র ৮ এবং ৯)। মূলত কাজের নিরাপত্তা না থাকায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের একটি বড় অংশের কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই (চিত্র ৮)।

চিত্র ৭: সরকারি এবং বেসরকারি খাতে নিয়োজিত পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের শতকরা হার

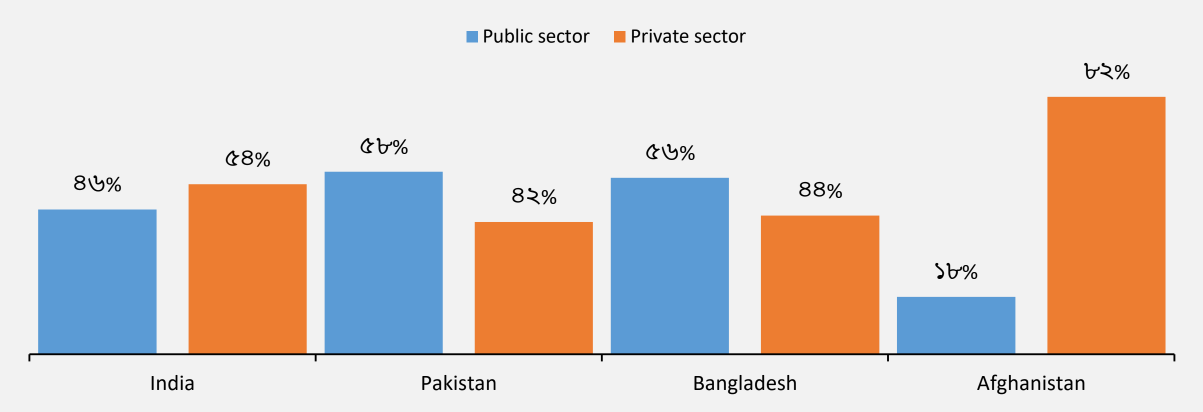

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মত দেশে অনেক পয়ঃনিষ্কাশনকারীর সরকারি চাকরি থাকলেও তাদের কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই। আফগানিস্তানেও পরিস্থিতি একই রকম যদিও সেখানকার সরকার খুব বেশী পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের চাকরি দেয়নি। এর মাধ্যমে সরকারি খাতে পয়ঃনিষ্কাশন জাতীয় কাজের অস্বীকৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। সরকারি এবং বেসরকারি খাতে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি না দেয়ায় তারা অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে যা তাদের আয় এবং ভালো থাকার উপর প্রভাব ফেলছে।

চিত্র ৮: নিরাপত্তা সুবিধাবিহীন বনাম অস্থায়ী পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের শতকরা হার

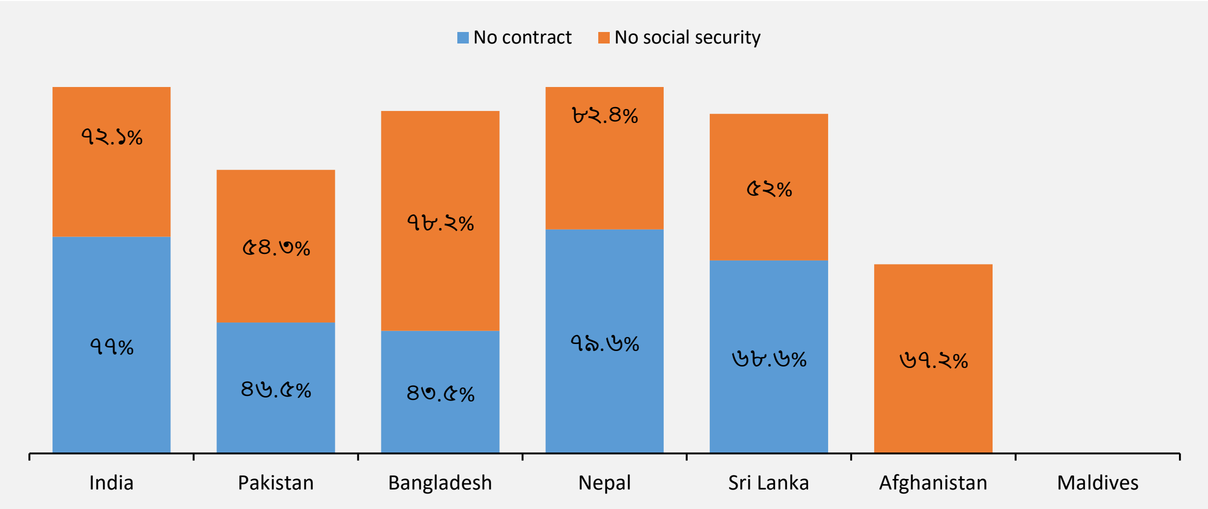

চিত্র ৪ এবং ৫'র সূত্র: শ্রম জরিপ, ভারত ২০১৯-২০; শ্রম জরিপ, পাকিস্তান ২০১৮, শ্রম জরিপ, বাংলাদেশ ২০১৭; শ্রম জরিপ, নেপাল, ২০১৭; শ্রম জরিপ, শ্রীলঙ্কা, ২০১৭; শ্রম জরিপ, শ্রীলঙ্কা, ২০২০; শ্রম জরিপ, মালদ্বীপ, ২০১৯।

চিত্র ৯: সামাজিক নিরাপত্তাবিহীন পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের আনুপাতিক হার, মোট এবং সরকারি খাতে

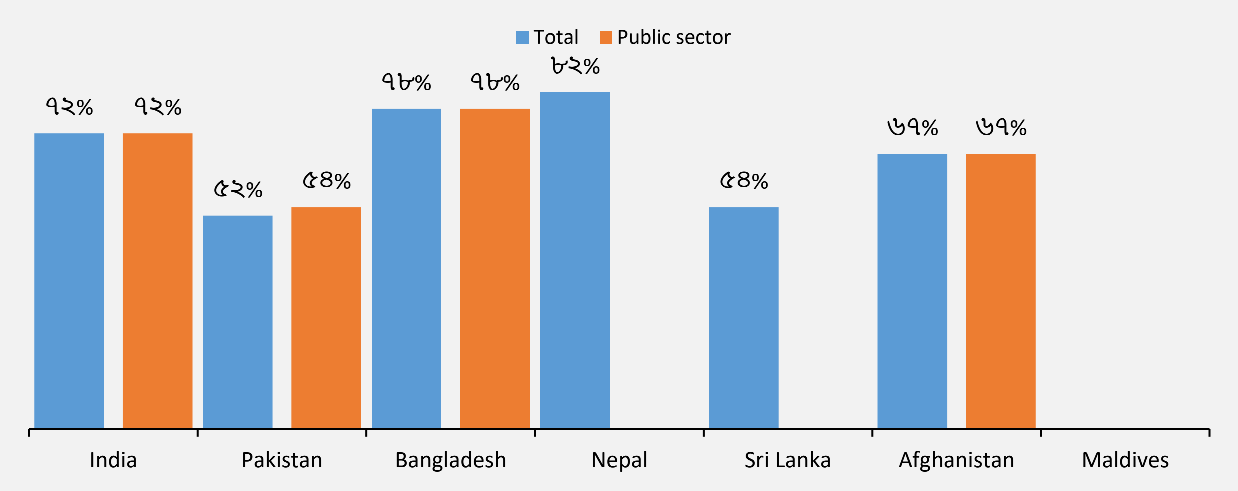

কোন কোন প্রাথমিক গবেষণায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের চাকরির ধরনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। যেমনঃ ভারতে তিন ধরনের কর্মী রয়েছেঃ স্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক এবং যাদের আউটসোর্স করা হয়। স্থায়ী কর্মীরা সবচেয়ে বেশী মজুরীর পাশাপাশি অতিরিক্ত ছুটি, স্বাস্থ্য সুবিধা, পেনশন সুবিধা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকে যা চুক্তিভিত্তিক এবং আউট সোর্স করা কর্মীরা পায় না। একই কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা স্থায়ী কর্মীদের বেতনের প্রায় অর্ধেক হতে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত পেয়ে থাকে। আউট সোর্স করা কর্মীরা একই কাজ করে এর চেয়েও কম আয় করেন যা কিনা স্থায়ী একজন কর্মীর বেতনের এক চতুর্থাংশেরও কম (পিআরআইএ ২০১৯)। অপর এক গবেষণায় দেখা যায় স্থায়ী পয়ঃনিষ্কাশনকারীর মজুরী অস্থায়ী কর্মীদের চেয়ে তিন গুন বেশী; তাই অস্থায়ী কর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকেন (বিশ্বব্যাংক ২০১৯)। অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা অস্থায়ী পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা এ কারনে সবচেয়ে বেশী অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং আয়ের স্বল্পতার সমস্যার মুখোমুখি হন।

"স্থায়ী পয়ঃনিষ্কাশনকারীর মজুরী অস্থায়ী কর্মীদের চেয়ে তিন গুন বেশী; তাই অস্থায়ী কর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকেন (বিশ্ব ব্যাংক ২০১৯)"

পাকিস্তানে সরকারি বিভাগসমূহে ৮৯ দিনের চুক্তিতে অথবা আইনগত বাধ্যবাধকতা এড়াতে প্রতিদিনের হিসাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের নিয়োগ দেয়া হয়। এ সকল কর্মীদের বেতন খুবই কম। বৈষম্যের দরুন একটি নিশ্চিত বিকল্প চাকরি পাওয়ার অনিশ্চয়তার কারনে এ সকল কর্মী অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করতে বাধ্য হন (আকিল এন্ড গিল ২০১৯)।

বাংলাদেশে পুরো দেশ জুড়েই বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারী এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মী অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন এবং তাদের প্রতিদিনের ভিত্তিতে মজুরী দেয়া হয় অথবা সরকারি অথবা বেসরকারি খাতে নির্দিষ্ট চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। তবে, পিট পরিষ্কারকদের মজুরী খুবই কম এবং অনিয়মিত (ওয়াটার এইড ২০২০)। স্থায়ী পরিষ্কারকদের কাজের পরিবেশ অস্থায়ীদের চেয়ে কিছুটা উন্নত যেহেতো স্থায়ী কর্মীদের মাস শেষে একটি আয়ের নিশ্চয়তা রয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশন হতে তারা আংশিক স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়ে থাকে। (কানশাহ, ফিসার এন্ড খান ২০১২)।

এমনকি পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবিকার বাইরে নিরাপদ বিকল্প জীবিকার সন্ধান করলেও বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের অস্পৃশ্য এবং খ্রিস্টান (রুপান্তরিত) পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা বৈষম্যের মুখোমুখি হওয়ার কারনে তা সম্ভব হয়ে উঠে না। সিটি কর্পোরেশন মুসলিমদের "সুইপার" হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় এ সম্প্রদায়ের যারা নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন তারা বেশকিছু আয়ের সুযোগ হারিয়েছেন (জাকুত এট আল ২০২১)।

চাকরি/ শ্রম জরিপ এবং প্রাথমিক গবেষণাসমূহ বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে সমাজে সবচেয়ে জরুরী সেবাপ্রদানকারী পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা অতিমাত্রায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জীবন যাপন করছে। এদের বেশীরভাগকেই কোন রকম চাকরি সংক্রান্ত নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান না করেই অস্থায়ী ভিত্তিতে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে যার ফলে সল্প আয়ে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

►স্বাস্থ্যঝুঁকি: রোগ, আঘাত এবং মৃত্যু

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য, মল থেকে উৎপাদিত স্লাজ, দুষিত পানির সরাসরি সংস্পর্শে আসায় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে থাকে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশ প্রানঘাতী রোগের পাশাপাশি শারীরিক আঘাতেরও কারন হতে পারে এবং এ জন্য পয়ঃ নিষ্কাশন কর্মীদের মৃত্যুও হতে পারে। যেমনঃ ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফারী কর্মচারী প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ভারতে ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে নর্দমা পরিষ্কার এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় ৬৩১ জনের মৃত্যু হয় (শর্মা ২০২১)। ফেব্রুয়ারি ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩'র মধ্যে দক্ষিন তামিলনাড়ু রাজ্যে পয়ঃনিষ্কাশনকালে প্রায় ৩০ জন কর্মীর মৃত্যু হয়। দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে এ জাতীয় গবেষণার সংখ্যা কম হলেও পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের যে ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয় সে সম্পর্কে কিছুটা ধারনা পাওয়া গিয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অন্যান্য দেশের চাকরি/শ্রম সম্পর্কিত জরিপগুলো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর খুব কম তথ্য দিয়ে থাকে যা তুলনা করা সম্ভব নয়। আফগানিস্তানের ২০২০ সালের শ্রম জরিপে প্রায় ৯.৫ শতাংশ অভিবাসী কর্মীর বিকলাঙ্গ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়। পাকিস্তানের ২০১৮ সালের জরিপ থেকে জানা যায় যে ১.৫ শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা কাজের সময় আহত হয়েছেন। ২০১৯ সালের এক জরিপে জানা যায় যে মালদ্বীপের প্রায় ২৭ শতাংশ অভিবাসী কর্মী দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ইন্ডিয়ান এমপ্লোইমেন্ট সারভে ২০১৯/২০ হতে জানা যায় যে দেশটির মোট বর্জ্য সংগ্রাহকদের প্রায় ১৪ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে।

সিন্ধের উমর কটের ৩৬ বছর বয়সী পয়ঃনিষ্কাশনকারী ইরফান মাসিহ ম্যনহোলে জ্ঞান হারানো তার দুই সহযোগীকে বাঁচানোর চেষ্টাকালে বিষাক্ত ধোঁয়ার শিকার হন। তাদের তিনজনকে একটি বিপদজনক পয়নিষ্কাশন লাইন পরিষ্কারের দায়িত্ব দেয়া হয় (আকিল এন্ড গিল ২০১৯)।

ভারতে কয়েকটি গবেষণায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত একাধিক স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে জানা যায়। ২০১৭ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্যের আওরঙ্গবাদ শহরের পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের উপর পরিচালিত এক সাম্প্রতিক জরিপে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলোর মধ্যে রয়েছে হতাশা এবং দুশ্চিন্তার মত মানসিক রোগ (জাদাভ ২০১৭)। ব্যাঙ্গালোরে বর্জ্য সংগ্রাহকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে পরিচালিত অপর এক জরিপে দেখা যায় বর্জ্য সংগ্রাহকেরা টিউবারকিউলোসিস, ব্রঙ্কাইটিস, হাপানি, নিউমোনিয়া, ডিসেন্ট্রি, প্যারাসাইটোসিসের মত রোগে আক্রান্ত (ভারতী এট আল ২০১৬)। বিভিন্ন ঘ্রাণের মধ্যে কাজ করা ২৬ জন পয়ঃনিষ্কাশনকারীর উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় তাদের মধ্যে ৫৩.৮ শতাংশের বিভিন্ন সাব-একিউট উপসর্গ রয়েছে যেমনঃ গলা ব্যাথা, কাশি, বুকে অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট, পিপাসা, ঘেমে যাওয়া, অস্বস্তি এবং কামশক্তি কমে যাওয়া (তিওয়ারী ২০০৮)।

মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত অপর এক গবেষণায় দেখা যায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা বিভিন্ন কঠিন বস্ত যেমনঃ ব্লেড, ছুটে আসা কাঁচ, এবং অন্যান্য ধারালো জিনিসের সংস্পর্শে আসায় গুরুতর আঘাতের ঝুঁকিতে পতিত হয়। বেশীরভাগ কর্মীরা প্রয়োজনীয় তথ্যর অভাবে এবং প্রশিক্ষণ না থাকায় এ ধরনের পরিবেশে কাজ করার ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে অবগত নয় (সাকথাইভেল এন্ড বেঞ্জামিন ২০১৯)।

পাকিস্তানে আকিল এন্ড গিল (২০১৯) ১০২ জন পয়ঃনিষ্কাশনকারীর উপর এক গবেষণা পরিচালনা করেন এবং তাদের মধ্যে ভারতের মত মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখতে পান। প্রায় ৩৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানান তারা বর্জ্য ভরা ম্যনহোলে ঢুকেছেন এবং তাদের কর্মকালীন সময়ে অন্তত একবার হলেও বিষাক্ত গ্যাসের শিকার হয়েছেন যা তাদের অনেকের মৃত্যুর কারনও হয়েছে। তারা কাজ করার সময় বিভিন্ন ধারালো জিনিস যেমনঃ সেফটি ব্লেড, সুই, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা এবং হাসপাতালের বর্জ্যর মাধ্যমে আহত হয়েছেন। এ সকল পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীরা কোন ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ পরিষ্কারের কাজ করে থাকেন। গবেষণায় আরো জানা যায় যে, প্রশাসন নিরাপদ একটি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সফল হয়নি; পয়ঃনিষ্কাশনে জড়িত কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই; প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর অভাব রয়েছে; এবং যে সকল স্থানে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের জন্য উচ্চ স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে সেসব স্থানে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশে পরিচালিত সীমিত গবেষণায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। স্লাজ পিট এবং সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে কাজ করায় দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তির ক্ষতি হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো মৃত্যুরও কারন হয়ে থাকে। এছাড়া বিষাক্ত ধোঁয়া, দুর্বল কাঠামো, এবং ম্যনহোল ও পয়ঃ নিষ্কাশন লাইনের পিচ্ছিল স্লোপ পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের জন্য বড় ধরনের হুমকি (জাকুত ২০১৯; আহমেদ এট আল ২০১৬)।

"অযান্ত্রিক উপায়ে যারা পিট পরিষ্কার করেন তারা ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করেন না কারন এটি সস্তা নয় এবং/অথবা আরামদায়ক নয়, এবং/অথবা তারা এর উপকার সম্পর্কে অবগত নয়- এ কারনে তারা প্রায়শই মানুষের মল এবং ল্যাট্রিনে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন জিনিস যেমনঃ স্যানিটরি সামগ্রী, ধারালো বস্ত এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের সংস্পর্শে আসেন। এর ফলে তারা আহত হয়ে থাকেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন, কেটে যাওয়ার কারনে তাদের সংক্রমণ হয়ে থাকে এবং তারা মলে থাকা বিভিন্ন জীবাণুর মাধ্যমে সংক্রমিত হন এবং ভেক্টর বর্ণ সংক্রমণ, ত্বকের রোগ এবং শ্বাসতন্ত্রের জটিলতায় ভুগে থাকেন" (মারিয়ান জাকুত এট আল ২০২১)।

নেপালে পরিচালিত প্রাথমিক গবেষণাতেও পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের তাদের কাজের কারনে সৃষ্ট দুর্ভোগ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি উঠে এসেছে। এক গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ৭০ শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশনকারী শ্বাসতন্ত্রের জটিলতা এবং অন্যান্য সমস্যা যেমনঃ দুর্বলতা, পিঠে ব্যথা, মাথা ব্যথার মত সমস্যায় ভুগে থাকেন। (ব্লাক এট আল ২০১৯)। এ জাতীয় স্বাস্থ্য সঙ্কটের অন্যতম কারন সুরক্ষা সামগ্রীর অভাব। এছাড়া, পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের তাদের কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব রয়েছে (ব্লাক এট আল ২০১৯; সাপকোটা এট আল ২০২০)। গবেষণায় পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে যেনো জ্ঞান এবং সচেতনতার অভাব দূর করা যায় যেমনঃ "শিক্ষামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান, বর্জ্য নিয়ে কাজ করা কর্মীদের ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা যেনো তাদের ঝুঁকি কমানো যায় এবং তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের পাশাপাশি তাদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

মালদ্বীপের জন্য সুহাইলের (২০১৫) পরিচালিত এক গবেষণায় থিলাফুসি নামক দ্বীপের পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির উপর গবেষণা করা হয় যেখানে পুরো মালদ্বীপের বর্জ্য ফেলা হয়। যারা সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করেননি তারা শ্বাসতন্ত্রের রোগে ভুগেছেন এবং প্রায় ৭৫ শতাংশ কর্মী শ্বাসতন্ত্রের জটিলতার কথা বলেছেন। ২০১৮ সালের মালদ্বীপের কান্ট্রি রিপোর্টে মেনে নেওয়া হয় যে পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করেন যার কারনে তাদের মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি ছাড়াও আঘাত প্রাপ্তি এবং মৃত্যু ঘটে থাকে (ডব্লিউএসএসসিসি এন্ড এফএএনএসএ ২০১৬এ)।

"মালদ্বীপে পয়ঃনিষ্কাশনে কাজ করার সময় বিষাক্ত গ্যাস এবং অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর বেশকিছু ঘটনা ঘটেছে।" (ডব্লিউএসএসসিসি এন্ড এফএনএসএ ২০১৬এ)

আফগানিস্তান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য খুবই সামান্য এবং পরিষ্কার নয়। আফগানিস্তান কান্ট্রি রিপোর্টে (২০১৮) বলা হয়েছে যে সেখানে সাধারণত কোন ধরনের সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়াই অযান্ত্রিক উপায়ে নর্দমা পরিষ্কার করা হয় এবং এর ফলে পরিষ্কারকারীদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এমন একটি ঘটনায় একজন কর্মী নর্দমা পরিষ্কার করার সময় অতিরিক্ত গ্যাসের কারনে জ্ঞান হারান এবং তার সহযোগীরা তাকে বের করে আনে।

এই পর্যালোচনার মাধ্যমে দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। এ জাতীয় কাজের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস করতে প্রক্রিয়ার উন্নতি করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পয়ঃনিষ্কাশনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্ম প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেমনঃ ভারতের কেরালা রাজ্যে সহজে ব্যবহার করা যায় নর্দমা পরিষ্কারের এমন যন্ত্রের মাধ্যমে কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো সম্ভব হয়েছে।[৩] একই সাথে যে বিষয়টির উপর বেশীরভাগ গবেষণায় গুরুত্ব দেয়া হয় তা হলো সকল পয়ঃনিষ্কাশনকারী কর্মীদের পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের উপর। সেই সাথে অযান্ত্রিক উপায়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং নর্দমা পরিষ্কারের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রক্রিয়াসমূহ বাস্তবায়ন এবং পরিষ্কার করার স্থান পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। যেহেতো বেশীরভাগ কর্মীদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়না তাই কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তারা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা এবং সহায়তা পেয়ে থাকে না। স্বাস্থ্যবীমা এবং আঘাত জনিত বীমাসহ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তার পদক্ষেপ নিতে হবে।

কলঙ্ক, বৈষম্য এবং অমর্যাদা

মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি পয়ঃনিষ্কাশনকারী সম্প্রদায় বৈষম্য এবং কলঙ্কের মুখোমুখি হয়ে থাকেন এবং এ কারনে তাদের মর্যাদাহানী হয়ে থাকে। দক্ষিন এশিয়ার বেশীরভাগ দেশে পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা তদানীন্তন অস্পৃশ্য গোত্র থেকে এসেছেন এবং/অথবা তারা একসময় অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হতেন যারা অসমতা এবং অমর্যাদা থেকে বাঁচার জন্য অন্য ধর্মে রুপান্তরিত হয়েছেন। সংখ্যায় কম হলেও কয়েকটি প্রাথমিক গবেষণায় অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা কি ধরনের বৈষম্য এবং কলঙ্কের মুখোমুখি হয়েছেন সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। ভারতে এ ধরনের মানুষগুলো ব্যাপক মাত্রায় সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি হওয়ায় সমস্যাগুলো প্রকট আকার ধারন করেছে (বিশ্বব্যাংক ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩০ ও ৩৫)। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের উত্তরে ৭২ জন পয়ঃনিষ্কাশনকারীর উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে তাদের কেউ কেউ এই পেশা ছেড়ে দিয়ে একটি চায়ের/মুদি দোকান দেয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু উচ্চ গোত্রের মানুষদের বর্জন এবং বিরোধিতার কারনে তারা পুরানো পেশায় ফিরে যেতে বাধ্য হন (কুমার এন্ড প্রীত ২০২০)। রেস্টুরেন্টে তাদের পিতলের প্লেটে খাবার না দিয়ে প্লাস্টিকের কাপ/প্লেটে পানি ও খাবার দেয়া হয়। পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের সাথে রাস্তা অতিক্রম করার সময় শিশুরা তাদের বাবা মার গা ঘেঁসে থাকে যেনো এসব মানুষের শরীর অথবা ঝাড়ুর সাথে কোন ছোঁয়া না লাগে। বিভিন্ন স্থানে যেমনঃ মন্দিরে, পানি আনতে গিয়ে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, ট্যাক্সিতে চড়ার সময় পয়ঃ নিষ্কাশনকারীরা বৈষম্যের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বলা হয়ে থাকে "কাচরাওয়ালা" অথবা নোংরা এবং তাদের "সাফাইওয়ালা" (পরিষ্কার) বলা হয় না। রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করা সুইপারেরা বিশ্রাম নিয়ে চলে যাওয়ার পর অনেক দোকান মালিক এবং বাড়ির বাসিন্দারা তাদের দোকানের সামনের স্থানটি "পবিত্র" করার জন্য ধোয়ামোছা করেন (পিআরআইএ ২০২০, পৃষ্ঠা ২২)। এ সকল কর্মীদের অপমানজনক মন্তব্য শোনা, অপমানিত হওয়া এবং সহিংসতার শিকার হওয়া যেনো প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। তাই তাদের জন্য গোত্রের বাধা দূর করে স্বাধীন হওয়া এবং অন্যকোন পেশা বেছে নেয়াটা এখনো একটি কঠিন কাজ।

ভারতের মত নেপালেও বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনকারী এক সময়কার অস্পৃশ্য গোত্র থেকে এসেছেন [৩] এবং তারা নিকৃষ্ট ধরনের বৈষম্য, কলঙ্ক, অপমানের শিকার হয়েছেন যদিও সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত নেপাল বিশ্বের একমাত্র হিন্দু জাতি গোষ্ঠীর দেশ ছিল। একসময়কার হিন্দু অস্পৃশ্যরা এখনও হিন্দু মন্দির, হোটেল ও রেস্টুরেন্টে, চায়ের দোকানে এবং খাবারের কারখানায়, দুধ সংগ্রহের কেন্দ্রসহ দুগ্ধ খামারে, সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। চাকরি এবং মজুরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসরকারি খাতে বৈষম্য অত্যন্ত সাধারন বিষয় (ভট্টাচান, সুনার এবং ভট্টাচান ২০০৯)।

বাংলাদেশে অস্পৃশ্য হিন্দু পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা চাকরি এবং মজুরী, বাসাভাড়া এবং জনসেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। এসব নিম্ন গোত্রের পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা এই পেশা ছেড়ে অন্য জীবিকার সন্ধানের চেষ্টা করলে বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যেমন কয়েকজন আত্মনির্ভরশীল পয়ঃনিষ্কাশন কর্মী অপমানিত হবার কথা জানিয়েছেন। উদাহরন হিসেবে বলা যায় একটি চায়ের দোকান দিয়ে অথবা অটোরিকশা চালিয়ে বিকল্প জীবিকা সন্ধানের চেষ্টা সমাজের উচ্চগোত্রের বাধার কারনে ব্যর্থ হয়। এমনকি টাকা দিলে পানির পাত্র মাটিতে রাখা হয় যেনো অস্পৃশ্যদের সাথে কোন প্রকার ছোঁয়া না লাগে। কোন কোন উচ্চ গোত্রের বাড়ির মালিক তৃষ্ণার্ত পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের পানি পান করাতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (সুলতানা এন্ড সুবেদিত ২০১৫)।

> নিম্ন গোত্রের পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা এই পেশা থেকে সরে গিয়ে অন্য জীবিকা সন্ধানের চেষ্টা করলে বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যেমনঃ ভারতের মতই একটি চায়ের দোকান দিয়ে অথবা অটো রিকশা চালিয়ে জীবিকা পরিবর্তনের চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয় উচ্চ গোত্রের বর্জনের কারনে। যেসব পয়ঃনিষ্কাশনকারী নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছেন তারা অপমানিত হওয়ার কথা বলেছেন। তারা বলেছেন কোন কোন বাড়ির মালিক পানি পান করতে চাইলেও তাদের পানি দেননি। যখন তারা টাকা দেন তখন কোন ধরনের ছোঁয়া এড়াতে পানির গ্লাস মাটিতে রাখা হয়। (সুলতানা এন্ড সুবেদিত ২০১৬)

কর্তৃপক্ষ পয়ঃনিষ্কাশনের কাজের জন্য মুসলিম সুইপারদের অগ্রাধিকার দেয়ায় তারা পয়ঃনিষ্কাশনের কাজের ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। এ কারনে সমাজে সমঅধিকার লাভ করার জন্য পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে (জাকুত এট আল ২০২১)। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সুইপারের কাজ করা এবং শৌচাগার ও বর্জ্য পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত *আরজাল* নামক নিম্ন গোত্রের মুসলিমরা উচ্চ গোত্রের মুসলিমদের বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন (জামান ২০০১)।

পাকিস্তানের পরিস্থিতি কমবেশী বাংলাদেশের মতই। সিন্ধ অঞ্চলে হিন্দু অস্পৃশ্যরা চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্যের নির্মম শিকার হয়েছেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলার জন্য তারা বিচ্ছিন্ন স্থানে বসবাস করেন (আইআইডিএস ২০০৮)। খ্রিস্টান পয়ঃনিষ্কাশনকারীরাও অপমানজনক

আচরনের শিকার হচ্ছেন। ঐতিহ্যগতভাবে দেশটিতে একজন পয়ঃনিষ্কাশনকারীকে বলা হয় "ছুহরা" যা কিনা একটি গালি অথবা অপমানজনক শব্দ। পাকিস্তানে বেশীরভাগ খ্রিস্টান এই গোত্রের হওয়ায় তাদের সাথে খাবার ভাগাভাগি না করাটা খুবই সাধারন বিষয় (আকিল এন্ড জন ২০১৫)। পয়ঃনিষ্কাশনের কাজে নিয়োজিত "মুসাল্লীরা" (ছুহরা গোত্রের মুসলমানেরা) অথবা "অস্পৃশ্য" মুসলমানেরা তাদের নিজের মধ্যেই বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন।

শ্রীলঙ্কায় সিংহলিজ এবং হিন্দু তামিল পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা মূলত নিম্ন বর্ণের অস্পৃশ্য ব্যাক্তি এবং তারা শহর এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হন। ক্যান্ডি শহরে হিন্দু তামিল পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের উপর পরিচালিত গবেষণায় কালিঙ্গা টুডোর এট আল (২০০৯), পর্যবেক্ষণ করেন যদিও বর্ণ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে তবে বর্ণ ভিত্তিক বৈষম্য পুরোপুরি দূর হয়নি। শহরে বসবাসকারী অস্পৃশ্য হিন্দু পয়ঃনিষ্কাশনকারীরা মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং তাদের সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের পরিবেশের অন্যতম দূষণকারী এবং শহরের জন্য এক ধরনের সংক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এর ফলে তারা অবমাননার শিকার হন।

এখানে আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নের টেবিলে দেখানো হয়েছেঃ

টেবিল ১: পয়ঃনিষ্কাশন পেশার সাথে সম্পৃক্ত কলঙ্ক, বৈষম্য এবং অমর্যাদা

সুচকসমূহ	আফগানিস্তান	বাংলাদেশ	ভারত	মালদ্বীপ	নেপাল	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা
পেশার সাথে সম্পৃক্ত কলঙ্ক/ বৈষম্য/অমর্যাদা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বর্ণভিত্তিক কলঙ্ক	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ধর্মভিত্তিক কলঙ্ক	পাওয়া যায়নি	হ্যাঁ	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের মধ্যে পুরুষদের আধিপাত্য	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	না	হ্যাঁ	না
পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের মধ্যে নারীদের আধিপাত্য	না	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না

►সাংবিধানিক এবং আইনগত বিধানসমূহ

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলো তাদের নিজ নিজ সংবিধানে বিভিন্ন বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে যেগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য। কোন কোন দেশ তাদের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে এবং নীতিমালা তৈরি করেছে। এই বিভাগে আমরা সে সকল সাংবিধানিক বিধান এবং আইন সমূহ পর্যালোচনা করেছি।

ভারতের সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে সমঅধিকার এবং আইনের উপর সকলের সমঅধিকার দেয়া হয়েছে। ১৭ নং অনুচ্ছেদ অস্পৃশ্য করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছে এবং এ জাতীয় কোন কর্মকাণ্ডকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। ২১ নং অনুচ্ছেদ জীবনের সুরক্ষা এবং ব্যাক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। ২৩ নং অনুচ্ছেদ জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করেছে।

উপরোক্ত বিধান সমূহ প্রয়োগের জন্য আইনসমূহের মধ্যে রয়েছে বেসামরিক ব্যাক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন ১৯৫৫ (পূর্বে বলা হতো অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন), নির্দিষ্ট গোত্রের বিরুদ্ধে নির্মমতা প্রতিরোধ আইন/নির্দিষ্ট উপজাতি আইন, ১৯৮৯ এবং অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন কর্মী হিসেবে চাকুরিকে নিষিদ্ধ তথা তাদের পুনর্বাসনের জন্য আইন ২০১৩, যেখানে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের বৈষম্যর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশে অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন দূরীকরনে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফারী কর্মচারী এবং ন্যাশনাল সাফারী ফাইনান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভারতে পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে পুনর্বাসনের জন্য সেলফ-এমপ্লয়মেন্ট স্কিম ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ ম্যনুয়াল স্যানিটেশন ওয়ার্কার ২০০৭ নামক একটি কর্মসূচীও রয়েছে।

পাকিস্তানের সংবিধানে আইনের প্রতি সমঅধিকার এবং আইনের অধীনে সমান সুরক্ষা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করে বিধান রয়েছে। ১১ নং অনুচ্ছেদে বল পূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে, ভারতের মত অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশন চাকুরি হিসেবে নিষিদ্ধ করে এবং পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের কলঙ্ক এবং বৈষম্যর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে পাকিস্তান কোন আইন প্রণয়ন করেনি। তবে, ২০০৮ সালে দেশটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউর ফর ম্যনেজমেন্ট অফ স্যানিটেশন সার্ভিসেস প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিধান রয়েছে। একইভাবে ২৮ নং অনুচ্ছেদে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে কোন ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউশনাল এন্ড রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়ন করে। এছাড়া দেশটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ পিট পরিষ্কার সংক্রান্ত নিরাপদ কর্মস্থল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গাইডলাইন রয়েছে। বাংলাদেশে ঢাকা, খুলনাসহ বিভিন্ন শহরে পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউর রয়েছে।

নেপালের সংবিধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদে সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। নেপালে উৎস, গোত্র এবং বর্ণের উপর ভিত্তি করে অস্পৃশ্যতা এবং বৈষম্য নিষিদ্ধ করে বিধান রয়েছে। দেশটির সংসদ গোত্র ভিত্তিক বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতা (অপরাধ এবং শাস্তি) আইন ২০৬৮ (২০১১) প্রণয়ন করেছে যা কিনা তদানীন্তন অস্পৃশ্যদের যে কোন ধরনের বৈষম্য হতে সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়া, ২০১৭ সালে শহর এলাকার জন্য নেপাল সরকার ইন্সটিটিউশনাল এন্ড রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট প্রণয়ন করে। এছাড়া, ২০১৭ সালে নেপাল সরকার জাতীয় দলিত কমিশন গঠন করে।

শ্রীলঙ্কার সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে আইনের প্রতি সকলের সমঅধিকার এবং আইনের অধীনে সকলের সমান সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এই সংবিধানে বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, গোত্র, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মতামত এবং জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে, শ্রীলঙ্কায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের কলঙ্ক এবং বৈষম্য হতে সুরক্ষা প্রদান করে কোন নির্দিষ্ট আইন নেই। ২০১৭ সাল হতে শ্রীলঙ্কায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ'র জন্য একটি সেনিটেশন গাইড (ম্যনুয়াল) রয়েছে।

মালদ্বীপের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বৈষম্যবিরোধী বিধান রয়েছে। ১,১৯২ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দ্বীপপুঞ্জে পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত একটি অপারেটিং প্রোসেডিউর রয়েছে।

আফগানিস্তানের সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আইনের প্রতি সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৪ নং অনুচ্ছেদে স্বাধীনতাকে মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার হিসেবে নিশ্চয়তা প্রদান করা

হয়েছে। এই সংবিধানে স্বাধীনতা এবং মানুষের মর্যাদাকে অলঙ্ঘনযোগ্য করা হয়েছে। ৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলপূর্বক শ্রম এবং শিশু শ্রমকে অবৈধ করা হয়েছে।

সুতরাং, পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের জন্য দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ভারতে বেশকিছু আইন রয়েছে। একইভাবে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ভারত এবং নেপালে বিশেষ আইন রয়েছে এবং দক্ষিন এশিয়ার অন্য কোন দেশ এ সংক্রান্ত কোন বিধান প্রণয়ন করেনি।

▶ আইএলও কনভেনশনসমূহের অনুমোদন

যদিও বেশীরভাগ দেশ আইএলও'র আটটি মৌলিক কনভেনশনকে অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করেছে তবে, প্রাসঙ্গিক আইএলও কারিগরি কনভেনশনের ক্ষেত্রে বিষয়টি এক রকম নয়।

টেবিল ২: আইএলও'র প্রাসঙ্গিক মৌলিক এবং কারিগরি আইনসমূহের অবস্থা

আইনের নাম	আফগানিস্তান		বাংলাদেশ		ভারত		মালদ্বীপ		নেপাল		পাকিস্তান		শ্রীলঙ্কা	
	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন
মৌলিক কনভেনশনসমূহ														
বলপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৩০ (**২৯ নং**)	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সভা করার স্বাধীনতা এবং জমায়েত হওয়ার অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৮ (৮৭ **নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
জমায়েত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৯ (৯৮ **নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সমমজুরী সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৫১ (**১০০ নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বৈষম্য (চাকুরি এবং পেশা) সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৫৮ (**১১১ নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সর্বনিম্ন বয়স সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৭৩ (**১৩৮ নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নিকৃষ্ট শিশুশ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৯৯ (১৮২ **নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কারিগরি কনভেনশনসমূহ														
মজুরী সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৯ (৯৫ **নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
চাকুরির জন্য অভিবাসন সংক্রান্ত কনভেনশন (সংশোধিত) ১৯৪৯ (৯৭ নং)	না	না	না	না	না	না	না	না	না	No	না	হ্যাঁ	না	না
নুন্যতম মজুরী নির্ধারণ সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৭০ (১৩১ **নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
অভিবাসী শ্রমিক (সম্পূরক বিধান) সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৭৫ (**১৪৩ নং**)	না	না	না	না	না	না	না	না	না	No	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ

আইনের নাম	আফগানিস্তান		বাংলাদেশ		ভারত		মালদ্বীপ		নেপাল		পাকিস্তান		শ্রীলঙ্কা	
	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন	অনুমোদিত	আইন
নিরাপদ কর্মস্থল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৮১ (**১৫৫ নং**)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ
নিরাপদ কর্মস্থল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কনভেনশনের জন্য প্রমোশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৬ (**১৮৭ নং**)	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ
সহিংসতা এবং হয়রানি সংক্রান্ত কনভেনশন, ২০১৯ (**১৯০ নং**)	না	না	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ
	অনুমোদনের প্রয়োজন নেই	না	অনুমোদনের প্রয়োজন নেই	না	*Not* অনুমোদনের প্রয়োজন নেই	হ্যাঁ	*Not* অনুমোদনের প্রয়োজন নেই	না	অনুমোদনের প্রয়োজন নেই	না	অনুমোদনের প্রয়োজন নেই	হ্যাঁ	অনুমোদনের প্রয়োজন নেই	হ্যাঁ

►আগামীর চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া

২০১৭ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত চাকরী/শ্রম সংক্রান্ত জরিপের তথ্য এবং একই সময়ে পরিচালিত প্রাথমিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে এই পেপারে দক্ষিন এশিয়ার সাতটি দেশে পয়ঃনিষ্কাশনের সম্পৃক্ত কর্মীদের দুর্ভোগের উপর গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণায় চেষ্টা করা হয়েছে অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশন কারীদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে, তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি সংবিধানে নিশ্চয়তা সত্ত্বেও তাদের যে সামাজিক কলঙ্ক এবং বৈষম্যের মুখোমুখি প্রতিনিয়ত হতে হয় সে সম্পর্কে ধারনা দিতে। এই গবেষণায় দক্ষিন এশিয়ার সরকারগুলো এ সকল কর্মীদের জন্য যে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে সেগুলোকেও পরীক্ষা করা হয়েছে।

দক্ষিন এশিয়ার সব দেশের সরকারগুলো পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সমস্যাগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে এবং "অস্পৃশ্য গোত্র" থেকে উঠে আসায় তাদের যে কলঙ্কের মুখোমুখি হতে হয় তা হতে সুরক্ষা প্রদানে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সামান্য কিছু অগ্রগতি ব্যতিত অযান্ত্রিক পয়ঃনিষ্কাশনকে বাতিল করার উদ্দেশ্য এখনো অনেক দুরের বিষয়। পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি হতে সুরক্ষা এবং তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য নীতিমালার পাশাপাশি 'অপবিত্রতার' কলঙ্ক মুছে ফেলা এবং তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করার কার্যক্রম ভালোভাবেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ কারনে অনেক ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে।

প্রথমত, দক্ষিন এশিয়ার বেশীরভাগ দেশে অযান্ত্রিক উপায়ে ময়লা পরিষ্কার করা আইনত অথবা প্রশাসনিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও শৌচাগার পরিষ্কার, পিট খালি করা, পয়ঃনিষ্কাশনের পথ পরিষ্কার এবং এ জাতীয় অন্যান্য কর্মকাণ্ডে তা বলবত রয়েছে। এখানে মূল চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে এ জাতীয় পদ্ধতি টিকে থাকার পেছনের কারন বুঝতে পারা এবং পুরো প্রক্রিয়াটিকে অযান্ত্রিক মাধ্যম হতে পরিবর্তনে পদক্ষেপ নেয়া। তবে, লক্ষ্য রাখতে হবে এ ক্ষেত্রে যেনো পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের জীবিকা হারাতে না হয় কিন্তু একটি অপেক্ষাকৃত কারীগরি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের পাশাপাশি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। এ দেশ সমূহে অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের আকার এবং সংখ্যা এখনো নিরুপন করা সম্ভব হয়নি। তবে, চাকরী সংক্রান্ত জরিপ এবং অন্যান্য তথ্যর সুত্র হতে অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের সম্পর্কে এবং তাদের কাজের ধরনের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পয়ঃনিষ্কাশনের গুরুত্ব বিবেচনা করে পয়ঃনিষ্কাশনের উপর এবং এ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের উপর নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে যাতে করে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতির প্রতি নজর রাখা যায়।

তৃতীয়ত, নীতিমালা এবং বিধিমালা থাকা সত্ত্বেও পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ব্যাপক মাত্রায় রয়ে গিয়েছে এবং এ কারনে তাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে কর্ম সংক্রান্ত আঘাত এবং রোগের কারন খুঁজে বের করা যেতে পারে এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরসনে কিভাবে কাজের প্রক্রিয়ার উন্নয়ন করা যায় সেদিকেও দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

চতুর্থত, উপমহাদেশ জুড়েই অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে বৈষম্য, কলঙ্ক এবং অপমান এখনও রয়ে গিয়েছে। প্রতিটি দেশে পৃথক গবেষণা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কলাকৌশল প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে।

পঞ্চমত,সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি জরুরী সেবা প্রদানকারী পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা অনানুষ্ঠানিক হতে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি সংক্রান্ত আইএলও সুপারিশ নং ২০৪ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতিমালাসমূহ অস্বীকৃত পেশা এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি হতে পয়ঃনিষ্কাশনকারী একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে উত্তরনে সহায়ক হতে পারে।

ষষ্ঠত, আইন এবং এর প্রয়োগের মধ্যেকার সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে গবেষণা সহায়ক হতে পারে যাতে করে প্রমান নির্ভর কলাকৌশল প্রণয়ন করা যায়।

সপ্তমত, বৈষম্য (চাকরি এবং পেশা) সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৫৮ (১১১নং)'র আলোকে প্রচলিত কলঙ্ক এবং গোত্র/ধর্মভিত্তিক এবং পেশাগত বৈষম্যগুলোকে নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, পয়ঃনিষ্কাশনের সবগুলো দিক বিবেচনা করা দেশসমূহ এবং আইএলও একটি তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে পারে। পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজগুলো সম্পর্কে তথ্য নেই বললেই চলে। পয়ঃনিষ্কাশনকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাজসেবা হিসেবে বিবেচনা করা হলে পর্যায়ক্রমে বিশেষ জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে এই পেশায় নিয়োজিত মানুষদের জন্য কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তার মান উন্নয়নে কতটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা বুঝতে সহায়ক হবে।

▶References

Ahmed, R et al. 2016. “Pump it up: Making Single-pit Emptying Safer in Rural Bangladesh”. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development* 6 (3): 456-464

Aqeel, Asif and Mary Gill. 2019. *Shame and stigma in sanitation: an initial assessment with recommendation*. Centre for Law and Justice, Pakistan.

Avasthi, Tara Prasad. 2010. “Health problems of scavengers: the case of Kathmandu metropolitan city, Nepal”. *The Third Pole* 8(10): 57-61

Bakshi, Anahitaa. 2018. “The Nine Kinds of Manual Scavenging in India”. *The Wire,* 24 November 2018.

Bharati et.al. 2016. “High Disease Burden among Sanitation Workers of Shimla Municipality in Himachal Pradesh, India – A Leading Cause of Adult Mortality”. *International Journal of Tropical Disease & Health* 14(3): 1-7.

Black, M., J. Karki, A.C.K Lee, P Makai, Y.R. Baral, E.I Kritsotakis, A. Bernier, and A. Fossier Heckmann. 2019. “The Health Risks of Informal Waste Workers in the Kathmandu Valley: A Cross-sectional Survey”. *Publ. Health* 166 (2019): 10–18.

Borooah, Vani et.al. 2015. *Caste Discrimination and Exclusion in Modern India*. Delhi: Sage Publication.

Cannie, Shailla. And Aasavri Cannie. 2020. “A Glimpse of Manual Scavenging in India.” *Indian Journal of Public Health Research & Development* 11(2): 294-297

Cullet, Philippe. 2015. *Prohibition of Manual Scavenging and Protection of Sanitation Workers: Sanitation Law and Policy in India*. Delhi: Oxford University Press.

Dalberg Advisors. 2017. The Sanitation Workers Project.

Darokar, S. 2018. “Manual Scavengers: A Blindspot in Urban Development Discourse”. *Economic and Political Weekly* 53 (22).

Gatade, Subhas. 2015. “Silencing Caste, Sanitising Oppression: Understanding Swachh Bharat Abhiyan”. *Economic and Political Weekly* 50(44): 29-35

Gomathi P and Kamala K. 2020. "Threatening Health Impacts and Challenging Life of Sanitary Workers". *J. Evolution Med. Dent. Sci.* 9(41):3055-3061.

Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment. 2020. *Annual Report 2019-20.*

Habiba Sultana and D B Subedit. 2015. "Caste System and Resistance: The Case of Untouchable Hindu Sweepers in Bangladesh". *International Journal of Politics Culture and Society* 29: 19-32

Hanchett, Suzanne. 2016. *Planning Alternatives for Change, LLC, CLTS Knowledge* Hub Learning Paper, May 2016

Human Rights Watch. 2014. *Cleaning Human Waste: Manual Scavenging, Caste, and Discrimination in India*.

Human Rights Watch. 2014. *India: Caste Forced to clean human waste 'manual scavenging persists with local officials' support*.

ILO. 2005. *Dalits and Labour in Nepal: Discrimination and Forced Labour.*

ILO. 2014. *Resource Handbook of Ending Manual Scavenging.*

Jha, Vevekananad. 2018. *Candala: untouchability and caste in early India*. Delhi: Primus Books.

Joshi, Deepa and Suzane Ferron. 2007. "Manual Scavenging- a life of dignity". *Economic and Political Weekly*, 26(2): 24-27.

Khanna, Shomona. 2019. "Invisible Inequalities: An Analysis of the Safai Karmachari Andolan Case". In *Right to Sanitation in India,* edited by Philippe Cullet, Sujith Koonan, and Lovleen Bhullar. Delhi: Oxford University Press.

Kumar Shubham & Priyanka Preet. 2020. "Manual Scavenging: Women Face Double Discrimination as Caste and Gender Inequalities Converge". *Economic and Political Weekly* 55 (26-27)

Kumar Vimal. 2018. "Working conditions, health and well-being among the scavenger community". In *Work and health in India*, edited by Martin Hyde, Holendro Singh Chungkham and Laishram Ladusingh. Bristol University Press; Policy Press.

M. Black, J. Karki, A.C.K. Lee, P. Makai, Y.R. Baral, E.I. Kritsotakis, A. Bernier, Mander, Harsh. 2014. *Resource Handbook for Ending Manual Scavenging*. Delhi: International Labour Office.

Mariam Zaqout, Sally Cawood, Barbara E. Evans &Dani J. Barrington. 2020. "Sustainable Sanitation Jobs: Prospects for Enhancing the Livelihoods of Pit-emptiers in Bangladesh". *Third World Quarterly* 42 (2): 329-347.

Moizza Binat Sarwar and Nathaniel. 2017. *How to Reduce Inequalities in Access to WASH: Rural Water and Sanitation in Nepal*. ODI

National Commission for Safai Karamchari. 2020. *Annual Report 2019-20*.

Nigam, Dhamma Darshan. 2014. "I, a Manual Scavenger, Not Your Vote Bank". *Economic and Political Weekly* 49 (41): 12-13

Opel, A., and M. K. Bashar. 2013. "Inefficient Technology or Misperceived Demand: The Failure of Vacutug-based Pit-emptying Services in Bangladesh". *Waterlines* 32(3): 213–220.

Philippe Cullet. 2015. *Prohibition of Manual Scavenging and Protection of Sanitation Workers, Sanitation Law and Policy in India*. Delhi: Oxford University Press

Prasad, S. C. S. and I. Ray. 2019. "When the Pits Fill Up: (in) Visible Flows of Waste in Urban India." *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development* 9 (2): 338–347.

Rajnarayan R. Tiwari. 2008. "Occupational Health Hazards in Sewage and Sanitary Workers". Indian J Occup Environ Med. 12(3): 112–115.

Ramaiah, Avatthi. 2015. "Health Status of Dalits in India". *Economic and Political Weekly* 50(43): 70-74

Ramaswamy Gita. 2011. *India Stinking: Manual Scavengers in Andhra Pradesh*. Delhi: Navayana Publishers.

Ramnathan Usha. 2019. "Rights of Sanitation Workers in India: The Right to Sanitation in India". In *Right to Sanitation in India,* edited by Philippe Cullet, Sujith Koonan, and Lovleen Bhullar. Delhi: Oxford University Press.

Ravichandran, B. 2011. "Scavenging Profession: Between Class and Caste?" *Economic and Political Weekly* 46(13): 23-25

Sakthivel, Nirmalakumar, and Akshayaa Benjamin. 2019. “Rights of Sanitation workers in India”. In *Right to Sanitation in India,* edited by Philippe Cullet, Sujith Koonan, and Lovleen Bhullar. Delhi: Oxford University Press.

Sathyaseelan Samuel. 2013. “Neglect of Sewage Workers: Concerns about the New Act”. *Economic and Political Weekly* 48 (49): 33-37.

Shah, Ghanshyam, Harsh Mander, Sukhadeo Thorat, Satish Deshpande and Amita Baviskar. 2006. *Untouchability in Rural India.* Delhi: Sage Publications.

Shailla Cannie, Aasavri Cannie. 2020. “A Glimpse of Manual Scavenging in India”. *Indian Journal of Public Health Research & Development* 11(02): 294-297.

Sharma, D. 2021. *It is Not Humane to Clean Human Shit: Report on the Systematic Prevalence of Forced Labour in the Form of Manual Scavenging in India.* Humanity Research Consultancy.

Shomona Khanna. 2019. “Invisible Inequalities: An Analysis of the Safai Karmachari Andolan Case”. In *The Right to Sanitation in India*, edited by Philippe Cullet, Sujith Koonan, and Lovleen Bhullar. Oxford University Press.

Singh Rajiv Kumar. 2009. “Manual Scavenging as Social Exclusion: A Case Study”. *Economic and Political Weekly.* 44 (26/27): 521-523.

Singh, S., A. Gupta, M. Alamgir, and D. Brdjanovic. 2021. “Exploring Private Sector Engagement for Faecal Sludge Emptying and Transport Business in Khulna, Bangladesh”. *International Journal of Environment Resources Public Health* 18: 2755.

Society for Participatory Research in Asia (PRIA). 2019. *Occasional Paper on Lived Realities of Women Sanitation Workers in India*. June 2019.

Spears, Dean and Amit Thorat. 2019. “The Puzzle of Open Defecation in Rural India: Evidence from a Novel Measure of Caste Attitudes in a Nationally Representative Survey.” *Economic Development and Cultural Change* 67 (4).

Suhail, Adam. 2015. *Health Hazards and the Effects of these Hazards to the Health of the Workers of Thilafushi, Maldives: Project Report.* The Maldives National University.

Sultana, H., and Subedi. D.B. 2016. “Caste system and resistance: the case of untouchable Hindu sweepers in Bangladesh*”. International Journal of Politics, Culture, and Society* 29(1): 19–32.

Tara Prasad Avasthi. 2010. "Health Problems of Scavengers: The Case of Kathmandu Metropolitan City, Nepal". *The Third Pole* 8-10: 57-61

Terragreen. 2019. *Manual Scavenging in India; a national scourge.*

Economic and Political Weekly. 2014. "The 'Non-Persons'". 19 April, 2014

Thorat, Sukhadeo. 2009. *Dalits in India: Search for Common Destiny*, New Delhi: Sage Publications

Thorat, Sukhadeo, Maha Mallick, and Nidhi Sadana. 2010. "Caste system and pattern of discrimination in rural markets". In *Block by caste: economic discrimination in modern India* edited by Sukhadeo Thorat and Katherine Newman. New Delhi: Oxford University Press.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). 2016. *Towards sustainable water and sanitation services in Sri Lanka, Beyond Sustainable Development Goals to Supporting the National Economic Vision*. Washington, DC: The World Bank.

Kabir Chowdhury Syed Lutful. 2011. "Traditional profession and livelihood: A study on sweeper community", *Journal of Economics and Sustainable Development* 2(3), 87-94.

Tribhuvan University. 2020. *State of Social Inclusion in Nepal: Caste, Ethnicity and Gender; Evidence from Nepal.* Social Inclusion Survey 2018.

Tudor Silva, Thanges Kalinga, Paramsothy, & Sivapragasam, P.P. 2009. "Urban untouchability: the condition of sweepers and sanitary workers in Kandy". In *Casteless or caste-blind? : Dynamics of concealed caste discrimination, social exclusion and protest in Sri Lanka*, edited by Kalinga Tudor Silva P.P. Sivapragasam, Paramsothy Thanges. Colombo: Kumaran Book House.

UN-India. 2015. *Breaking Free: Rehabilitating Former Manual Scavengers*.

WaterAid India. 2019. *The Hidden World of Sanitation Workers in India.*

WaterAid. 2020. *Rapid assessment of measures on safety of sanitation and waste workers during COVID-19 in Nepal.*

WaterAid. 2020. *Rapid Assessment of Measures on Safety of Sanitation and Waste Workers during Covid-19 in Pakistan: A Qualitative Study Report.*

WaterAid. 2020. *Risk and Vulnerability of Sanitation and Waste Workers during Pandemic in Five Major Cities in Bangladesh.*

WHO. 2019. *Publication: Nepal Sanitation Policy and Planning Framework Case Study for Discussion.*

World Bank. 2019. *Health, Safety, and Dignity of Sanitation Workers: An Initial Assessment.* Washington DC: World Bank.

WSSCC and FANSA. 2016a. *Sanitation and Hygiene in South Asia. Leaving no one behind: voices of women, adolescent girls, elderly, persons with disabilities and sanitation workforce Maldives Country Report*.

WSSCC and FANSA. 2016b. *Sanitation and Hygiene in South Asia. Leaving no one behind: voices of women, adolescent girls, elderly, persons with disabilities and sanitation workforce. Sri Lanka Country Report*.

WSSCC and FANSA. 2016c. *Sanitation and Hygiene in South Asia. Leaving no one behind: voices of women, adolescent girls, elderly, persons with disabilities and sanitation workforce. India Country Report*.

WSSCC and FANSA. 2016d. *Sanitation and Hygiene in South Asia. Leaving no one behind: voices of women, adolescent girls, elderly, persons with disabilities and sanitation workforce. Nepal Country Report*.

WSSCC and FANSA. 2016e. *Sanitation and Hygiene in South Asia. Leaving no one behind: voices of women, adolescent girls, elderly, persons with disabilities and sanitation workforce. Afghanistan Country Report*.

WSSCC and FANSA. 2016f. *Sanitation and Hygiene in South Asia. Leaving no one behind: voices of women, adolescent girls, elderly, persons with disabilities and sanitation workforce. Pakistan Country Report*.

Zaqout, Mariam. 2018. “Informal Sanitation Jobs: The Prospects of Enhancing the Status of Pit-emptiers in Bangladesh”. PhD diss., University of Leeds.

►Annexure 1

Constitutional and Legal Provisions to Prevent Discrimination of Sanitation Workers

The countries in South Asia have made provisions in their constitutions which indirectly or directly relate to the sanitation work and worker, enacted legislations and also developed some policies. We review these provisions and see to what extent they are in tune with international provisions.

India

The constitution which was promulgated in 1950 provides certain provisions against discrimination. Article 14 guarantees the right to equality and Article 16(2) equality of opportunity in matter of public employment. Article 17 of the constitution abolishes the practice of untouchability and makes it a punishable offence. Article 19 (1) provides the right to practice any profession, occupation, or business. Protection of life and personal liberty is guaranteed in Article 21 and prohibition of forced labour in Article 23(Gupta 2016; Annual Report 2019-20, Department of Social Justice &

Empowerment; Khanna 2019). The constitution of a National Commission of Scheduled Caste is provided in Article 338.

To give legal effect to the prohibition of discrimination and untouchability, the Government enacted the Untouchability Offence Act in 1955 which was renamed Protection of Civil Rights Act, in 1979.Section 7A of the 1955 Act provides a safeguard against manual scavenging. According to it if anyone forces a person to do scavenging, it should be considered as imposing disability arising out of untouchability and hence a punishable offence with imprisonment (Khanna 2019). Another Act, *the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention ofAtrocities) Act, was enacted in 1989, Section 3(1)(j)* forcing the member of Scheduled caste or scheduled tribe to do manual scavenging or to permit or employment for manual scavenging is a punishable offence.

Parliament of India passed the *Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act (1993)* to prohibit employment of manual scavenging and ban the construction of dry latrines. In 2013, this Act was amended and renamed *Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.* The act makes provision for: *eliminating insanitary latrines by converting them into sanitary latrines; prohibiting employment of persons for manual scavenging and hazardous cleaning of sewers and septic tanks, and identifying manual scavengers and rehabilitating them in alternative occupations.* The 2013 Act also makes provision for period *surveys of manual scavengers* in urban and rural areas within a time bound framework in order to eliminate the practice and make provisions for the rehabilitation of people engaged in manual scavenging (World Bank 2019; Khanna 2019; Gupta 2016; Annual Report 2019-20, Department of Social Justice & Empowerment; Sharma. 2021).

In 2014, the Supreme Court in its judgment *SafaiKaramchariAndolan& Others v Union of India & Others, 2014* considered manual scavenging as the violation of constitutional mandate. The apex court also observed that since India is a signatory of various international conventions which prohibit the practice of manual scavenging, the practice cannot continue in the country. In this judgment, the Supreme Court also included directions that the families of all persons who had died working in sewerage, manholes, septic tanks, and so on since 1993 should be given Rs one million compensation (Khanna 2019).

The government created an administrative mechanism by constituting the National Commission for SafaiKaramcharis in 1994. Similarly, a National SafaiKaramcharis Finance and Development Corporation was established with the objective eradicating

the practice of manual scavenging and facilitating funding the rehabilitation of manual scavengers in alternative occupations, particularly through self-employment schemes, and support for education of their children.

India is a signatory to six out of eight fundamental ILO conventions to end forced labour (Khanna 2019). It has ratified i) Forced Labour Convention, 1930, ii) Equal Remuneration Convention, 1951 iii) Abolition of Forced Labour Convention, 1957, iv) Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, v) Minimum Age Convention, 1973, and vi) Worst Forms of Child Labour Convention, 1999. For the compliance of these international conventions, India has enacted various laws and acts. For instance, India has ratified Forced Labour Convention, 1930 in 1954. Article 23 of the Constitution of India prohibits forced labour. Similarly, for the compliance of Equal Remuneration Convention, 1951 and Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, India has made provisions in *The Code on Wages 2019 Section 9* for fixed floor wages taking into account minimum living standards of a worker. India also has a standard operating procedure for sanitation workers.

Pakistan

The constitution of Pakistanin Article 11 prohibits forced labour which is incompatible with human dignity (Aqueel and Gill 2019). However, unlike India, Pakistan has not enacted any specific law to prohibit the practice of manual scavenging and protect sanitation workers against stigma and discrimination. Pakistan ratified the Forced Labour Convention, 1930 in 1957 and made certain provisions for its compliance such as: The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1992 and Article 11 of its constitution. Similarly, for the compliance of Equal Remuneration Convention, 1951, *Article 38* mentions 'promotion of social and economic well-being of people irrespective of the caste, ethnicity and gender they belong.' Similarly, for the compliance of Minimum Age Convention, 1973, Article 11 and Employment of Children Act, 1991 ensures minimum age of workers. Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) has been implemented with the enactment of *The Protection against Harassment of Women at the Workplace Act, 2010*. Article 37(e) is in compliance with conventions such as Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) and Recommendation (No. 164), and Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) and recommendation (No. 197). Article 25 of the constitution of Pakistan is in compliance with Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).

Bangladesh

The constitution of Bangladesh in Article 27 guarantees equality before the law and equal protection under law. Similarly, Article 28 prohibits discrimination against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The Ministry of Local Government, Government of Bangladesh formulated the Institutional and Regulatory Framework for Faecal Sludge Management in 2017. The framework also includes a clause on appropriate health and safety guidelines for excrement pits emptying services. Occupational safety and health guidelines for pit emptying exist in the *Bangladesh Labor Act, 2006* and the *National Occupational Health and Safety Policy, 2013* (World Bank 2019; Zaqout et al 2020). Occupational Safety and Health Guidelines for faecal sludge management aim to minimize the health hazards experienced by sanitation workers while working in sewers, septic tanks, etc. (Zaqout et al 2020; Singh et al 2021). Operating Procedures for sanitation work exist in many cities such as Dhaka, Khulna etc.

Fecal Sludge Management Framework has been prepared for many cities. Bangladesh ratified the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) in 1972. Part III Fundamental Rights of The Constitution of the People's Republic of Bangladesh has provisions for this convention. Similarly, conventions such as Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87), Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95), Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) and Recommendation (No. 164), Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) and recommendation (No. 197), and Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) have been implemented through the Bangladesh Labour Act, 2006.

Nepal

The Constitution of Nepal, 2015 in Article 18 provides for '*Right to Equality* , *equality before law and equal protection under law*; and *no discrimination on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language or region, ideology or on similar other grounds.*'

Similarly, *Article 17* provide for the freedom to practise any profession, carry on any occupation, and establish and operate any industry, trade and business.

Nepal has also enacted a legislation to prohibit untouchability and discrimination. The Caste-Based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act, 2068 (2011) makes discrimination on the ground of origin, caste, race, descent, community, occupation or businessor physical condition and the practice of discrimination and untouchability a punishable offence. The Ministry of Water Supply and Sanitation, Government of Nepal formulated an *Institutional and Regulatory Framework for Faecal Sludge Management in Urban Areas of Nepal* in 2017 (Nepal Sanitation Policy and Planning Framework Case Study for Discussion, WHO, 2019). Nepal also has an independent National Human Rights Commissions to monitor human rights violation of citizens including Dalits. A National Dalit Commission (NDC) has also been established in the country.

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) was ratified by Nepal in 2002 and Article 4 of Labour Act, 2007 has provisions against forced labour. Similarly, Article 8 of The Labour Act, 2007 is also in compliance with Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87). Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) is mentioned in Article 103 (k), The Labour Act, 2007. Article 6 and 7, of the Labour Act, 2007 are also in compliance with the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) and Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100). Article 106 and Article 5 of the Labour Act, 2007 are in compliance with the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) and Minimum Age Convention, 1973 (No. 138). Similarly, Article 68 of the Labour Act, 2007 implements the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) and Recommendation (No. 164). Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) and recommendation (No. 197) are implemented in Article 64 of the Labour Act, 2007. The country's Sexual Harassment at Workplace Prevention Act, 2015 (2071) is in compliance with the Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190).

Sri Lanka

The Constitution of Sri Lanka in Article 12 guarantees the right to equality before law and equal protection under the law. It also prohibits discrimination on the grounds of race, religion, language, caste, sex, political opinion, and place of birth.

Sri Lanka has no specific law against stigmatization and discrimination of sanitation workers. The *National Institute of Occupational Safety and Health Act No. 38 of 2009*has made provisions to create an environment for Occupation Safety and Health at all workplaces to protect both employees and employers.

The Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) was ratified by Sri Lanka in 1950 following which it made provisions in its Penal Code (Sections 358A, 360C, 360A). Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87) was ratified in 1995. In compliance, Part I of Nation Workers Charter, 1995 provides basic human rights - freedom of association and the right to organize and bargain collectively. Similarly, Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) and Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) has been implemented in Nation Workers Charter, 1995, Sri Lanka. Regulation of Employment & Remuneration) Act No 19 of 1954, Sri Lanka is in compliance with International Convention on Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100). Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) and Recommendation (No. 164) have been complied with in the following domestic laws: **a)**The Shop and Office Employees (Regulation of Employment & Remuneration) Act No 19 of 1954; **b)** The Factories Ordinance No 45 of 1942; **c)** Workmen's Compensation Ordinance No 19 of 1934.

Employment of Women, Young Persons, and Children, Sri Lanka, 1956 and Hazardous Occupations Regulation, Sri Lanka, 2010 are in conformity with the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999.

Maldives

Article 17 of the constitution entitles rights and freedoms without discrimination of any kind, including race, national origin, colour, sex, age, mental or physical disability, political or other opinion, property, birth or other status, or native island.

The country's *Employment Act, 2008* makes provision for the safety and protection of employees at the work place including provision against forced employment. The act also provides for supply of protective and safety equipment by the employer as safeguards against health hazards arising out of work. Operating Procedure of sanitation work has been enacted in the country with provision for safety equipment such as masks, rubber gloves and gumboots (Sanitation and Hygiene in South Asia, Maldives Country Report, 2015).

Maldives ratified the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) in 2013. Article 25 of its constitution has provisions against forced labour. Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) has been complied with in Article 62, of the Employment Act, 2008. Similarly, Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) has compliance in Article 4 (non-discrimination) of Employment Act, 2008. The Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) also finds compliance in Article 4 (non-discrimination) of Employment Act, 2008.

Afghanistan

The Constitution of Afghanistan in Article 22 prohibits any kind of discrimination and distinction between citizens of Afghanistan. Men and women have equal rights and duties before the law. Similarly, Article 24 recognizes liberty and dignity as the natural right of human beings. *Article 49* prohibits forced labour and declares that forced labour on children is illegal. Afghanistan has made certain provisions for compliance with International conventions it has ratified. For instance, the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) finds compliance in Article 4 of the Labour Law, 2007 which prohibits forced labour. Similarly, Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) has also been complied with in Article 8 of the Labour Law: The right to work against wage and Article 4 of Labour Law: Prohibition of Compulsory Work. Article 5 of Labour Law, 2007 on organizing work relations is in compliance with International convention on Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949. Similarly, Article 8 of Labour Law, 2007 on the Right to Work against remuneration complies with the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100). Article 22 of the Afghan constitution and Article 9 of Labour Law, 2007 on non-discrimination in recruitment are in compliance with the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).

International Labour Office
Sectoral Policies Department
4, routes des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Switzerland
www.ilo.org